তত্ত্বমুক্তাবলী
বা
মায়াবাদ-শতদূষণী
শ্রী চৈতন্যমঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যবিরচিতা

তত্ত্বমুক্তাবলী

বা

মায়াবাদ-শতদূষণী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠক্কুরেণানূদিতা

পরমহংস - পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত - সরস্বতী -গোস্বামী-
মহারাজ - সম্পাদিতা

প্রকাশক ঃ- শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(আচার্য ও সাধারণ সম্পাদক)

চতুর্থ সংস্করণ ঃ শ্রীব্যাসপূজা বাসর ২০০২

ভিক্ষা ঃ- ১৫ টাকা

মুদ্রণালয় ঃ- মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীসারস্বত প্রেস কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভূমিকা

তত্ত্বমুক্তাবলী কিঞ্চিদধিক-শতশ্লোকী। ইহাতে শতশ্লোকে শতপ্রকারে তত্ত্ববিরুদ্ধ মায়াবাদ বা মিথ্যা-বাদ নিন্দিত হইয়াছে। জগৎ -মিথ্যা ও জীবত্ব -মিথ্যা - এই মতবাদদ্বয় যাঁহারা বিবর্ত্তবাদের আশ্রয়ে স্থাপন করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে 'মায়াবাদী' বলা হয়। তত্ত্ববাদ-গুরু শ্রীমদানন্দতীর্থ মধ্বমুনি এই শতশ্লোকী পুস্তিকার মধ্যে মায়াবাদের দোষ-সমূহ প্রকাশিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কেহ কেহ বিচার করেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিচার-প্রণালী অবলম্বন করায় শ্রীশ্রীগৌড়-পূর্ণানন্দ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র ঐতিহ্য অদ্যাবধি আমাদের হস্তগত হয় নাই।

'তত্ত্বসংখ্যান' বেদান্তের ঐকান্তিক বিচার হইতে পৃথক্ বলিয়াই সাধারণে পরস্পরের বৈষম্য স্থাপন করেন। শ্রীমধ্ব কথিত শুদ্ধদ্বৈতবাদ নিরীশ্বর সাংখ্যের ন্যায় বেদান্তের বিপরীত বিচার পোষণ করে না। ভগবদ্বস্তু অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বাকর। তাহাতে বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ একতাৎপর্য্যপর হইয়া সেব্য-সেবকভাবে চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য পোষণ করে। অচিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে যে ভেদজ্ঞাপক নশ্বরভাব-সমূহ অবস্থান করে, তাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় বলিয়া বিবর্ত্তবাদী জগন্মিথ্যাত্ববাদ ও জীবাত্ম-মিথ্যাত্ববাদের দ্বারা আত্মসমর্থন করেন, কিন্তু তাদৃশ বিবর্ত্তবিচার পরিহারপূর্ব্বক তত্ত্ববিচার শ্রবণ করিলে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হয়। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ এর নিকট আনুগত্য না থাকিলে জীবের বেদান্তাধ্যয়নে বিবর্ত্ত আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করে। ভগবত্তত্ত্ববিচার নিরীশ্বর সাংখ্য-বিচারের ন্যায় বেদান্তবিরুদ্ধ মত নহে। বেদান্তালোচনায় সংখ্যাগত উদ্ভ্রান্তি যাঁহাদিগকে উন্মত্ত করায়, তাঁহারাই তত্ত্ববাদের স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সেই সকল মায়াবাদিগণের কুতর্কসমূহ তর্কপথে অবস্থিত বলিয়া তাঁহারা শ্রৌতপথ-দর্শনে অন্ধ।

ভগবত্তত্ত্ব নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট ও লীলাবৈচিত্র্যযুক্ত হওয়ায় তত্ত্ববস্তুতে নিত্যবিলাসবৈচিত্র্য অবস্থিত, আর জড়বিচার-রহিত। নির্ব্বিশেষ-কল্পনায় কল্পিত মায়াবাদ স্বরূপাবগতির অভাবে মিথ্যা বিচারেই প্রতিষ্ঠিত। মায়িক-ভোগরত বিচার বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণে অসমর্থ বলিয়া উহাতে নানাবিধ পাপ প্রবেশ করিয়াছে। মায়াবাদিগণের দুষ্টমতবাদকে শতধা লাঞ্ছিত করায় এই বিচার-নিবন্ধের নামান্তর - 'মায়াবাদ-শত-দূষণী'; উহা - মায়াবাদ-শুক্তি হইতে ভিন্ন তত্ত্ববিচার-মুক্তা-সমূহের পূর্ণজ্ঞানালোকে বিভাবিত। এই গ্রন্থে সম্বন্ধ তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব ও প্রয়োজন-তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

—শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
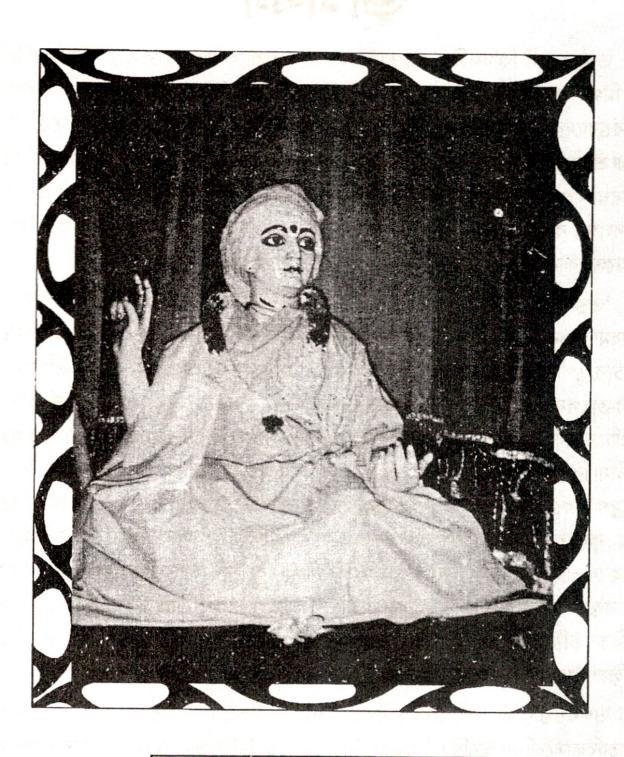
শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

শ্রীমধ্বাচার্য্যবিরচিতা

তত্ত্বমুক্তাবলী
বা
মায়াবাদ-শতদূষণী

অনুগতজনপালঃ ক্রূরভূপালকাল স্তরুণতরমালশ্যামলো নন্দবালঃ।
বহুকিরণবিশালসর্ব্বশক্ত্যা বিশালঃ স জয়তি ধৃতমালঃ পুণ্ড্রকোদ্ভাসিভালঃ ।। ১ ।।

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ)

অনুগত জনের পালয়িতা, ক্রূররাজদিগের কালস্বরূপ, তরুণ তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ, অনন্ত-কিরণবিশিষ্ট, সর্ব্বশক্তি সমন্বিত, উর্দ্ধপুণ্ড্রসউজ্জ্বলিতললাট, বৈজয়ন্তীমালা-পরিশোভিত শ্রীনন্দনন্দন জয়যুক্ত হইতেছেন ।। ১ ।।

পৌরাণিকোঽয়ং স্বমতানুসারী প্রাতঃ পুরাণং পঠতি প্রকামম্।
শৃণোতি ভক্তঃ প্রণিধানপূর্ব্বং গ্রন্থার্থতাৎপর্য্যানিবিষ্টচেতাঃ ।। ২ ।।

পুরাণশাস্ত্রই বেদের যথার্থ অর্থপ্রকাশক। উপনিষদাদি বেদে যে পরমতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, পরাশর বেদব্যাসাদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় পুরাণে তাহাই সরল ভাষায় ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইঁহাই সৎসম্প্রদায়ের বিশ্বাস। এই পৌরাণিক তাহাকে স্বমত জানিয়া প্রত্যহ তদনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ বিশেষ আগ্রহ-সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। গ্রন্থার্থের তাৎপর্য্যে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তজন সেই পুরাণ-বাক্যসকল শ্রবণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, স্বকপোল-কল্পিত বেদান্ত-ভাষ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষিদিগের বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করাই কর্তব্য ।। ২ ।।

জীবাত্মনোরৈক্যমতং বিহায় ভেদন্তয়োঃ স্থাপয়তি স্বযুক্ত্যা।
শ্রুতিস্মৃতিং তত্র বহু প্রমাণং কৃত্বানুমানং বহুধা তনোতি ।। ৩ ।।

সেই পৌরাণিক বেদান্তভাষ্যকার অন্যাচার্য্যের স্বকপোল কল্পিত জীব-ব্রহ্মের অভেদ মত

পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় যুক্তি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্থাপন করিতেছেন। শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যকে প্রধান প্রমাণ জ্ঞান করতঃ অনেক প্রকারে অনুমান বিস্তার করিতেছেন ।। ৩ ।।

জীবোঽয়ং ব্রহ্মণো ভিন্নঃ পরিচ্ছিন্নো যতঃ সদা।
ইত্যাদিবহবো জ্ঞেয়া অনুমানেষু হেতবঃ ।। ৪ ।।

জীব সর্ব্বদা পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং তিনি ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন। এই প্রকার অনুমানের অনেক হেতু জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম এবং জীব স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট - এইরূপ বহুবিধ শ্রুতিবাক্য আছে, যদ্দ্বারা এই জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানিবে ।। ৪ ।।

ননু ঘটপটয়োরৈক্যং ঘটেত প্রমেয়ত্বাৎ।
অনয়োর্নহি নহি তদ্বদ্ যস্মাদ্বহ্মা প্রমেয়মেব স্যাৎ ।। ৫ ।।

যদি বলি ঘট ও পট পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হইলেও প্রমেয়ত্ব ধর্ম্মহেতু তাহাদের যেরূপ ঐক্য-সংস্থাপন হইতেছে। সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীবেরও ঐক্য স্থাপন হউক, তাহাতে উত্তর এই, ঘট ও পট উভয়েই যেরূপ প্রমেয়বস্তু অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অধীন, জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে সেরূপ নয়, যেহেতু ব্রহ্ম অপ্রেমেয় তত্ত্ব ।। ৫ ।।

সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদবিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বর্ত্ততে
ত্বন্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতবিচ্ছেদে-ঽর্পয়িত্বা মতিম্।
তচ্ছব্দোঽ ব্যয়মেব ভেদক ইহ ত্বং ত্বত্র ভেদ্যো যতঃ
ষষ্ঠীলোপমিতৌ ত্বমেব ন হি তৎ বাক্যার্থ এতাদৃশঃ ।। ৬ ।।

মায়াবাদী ভাষ্যকার বলিতে পারেন যে, 'তত্ত্বমসি'রূপ মহাবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অভেদ স্থির হইতেছে। 'তৎ' শব্দে তিনি, 'ত্বং' শব্দে তুমি, 'অসি' শব্দে হও, - এই অর্থক্রমে তৎ যে ব্রহ্ম, তাহা তুমিই হও, অতএব তোমাতে ও তাঁহাতে অভেদ। কিন্তু স্বীয় ভক্ত সম্প্রদায়ের মতবিদ্ ভাষ্যকার ভেদ-নিরূপণার্থে ''তত্ত্বমসি'' এই বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। 'তৎ' শব্দ অব্যয়, 'তস্য' পদের ষষ্ঠী লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তস্য ত্বম অসি' এই বাক্যের অর্থ - তাঁহার তুমি। 'তস্য' পদে ভেদ প্রতীতি হেতু তুমি তদ্বস্তু হইতে পৃথক্‌কৃত হইতেছ। সুতরাং তুমি সেই ব্রহ্ম নও - এইরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতেছে।। ৬ ।।

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী ত্রিভুবনমখিলং হন্ত যস্যেদৃশং তৎ
সর্ব্বেষাং সৃষ্টিরক্ষালয়মপি কুরুতে ভ্রূবিভঙ্গেন সদ্যঃ।
অজ্ঞঃ সাপেক্ষদর্শী ত্বমসি স ভগবান্ সর্ব্বলোকৈকসাক্ষী
নানা ত্বং বৈ স একো জড়মলিনতর-স্ত্বং হি নৈবংবিধঃ সঃ ।। ৭ ।।

যাঁহার সম্বন্ধবশতঃ অখিল ত্রিভুবন ঈদৃশ বিচিত্র, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, তিনি স্বীয় ভ্রূভঙ্গে সদ্য সকলের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিয়া থাকেন। তুমি অজ্ঞ ও সাপেক্ষদর্শী অর্থাৎ তোমার দর্শনে অনেক বিষয়ের অপেক্ষা আছে। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্, সর্ব্বলোকের একমাত্র সাক্ষী। তুমি নানা, তিনি এক। তুমি অতিশয় জড় মলিন, তিনি চিন্ময় বিশুদ্ধ। অতএব তাঁহার ও তোমার স্বভাবে এরূপ নিত্যভেদ আছে ।। ৭ ।।

ব্রহ্মাহমস্মীতি যদস্তি বাক্যং জ্ঞেয়া ন ষষ্ঠী প্রথমৈব তত্র।
দৃষ্টান্তবাক্যে কথমন্যথা চেৎ ষষ্ঠী তু বহ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গাঃ ।। ৮ ।।

যদি বল, - ''ব্রহ্মাহমস্মি'' অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইয়া থাকি, এই বেদবাক্যে প্রথমাকে ষষ্ঠী যে সে প্রকারে করিতে পারে না, তাহা হইলে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে কেন ষষ্ঠী কর? ''অপি চ সোহয়ং দেবদত্তঃ'' এই দৃষ্টান্ত বাক্যে ষষ্ঠীর উদাহরণ না হইয়া প্রথমা কেন হইল? তদুত্তরে আমি বলিতেছি, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্তস্থলে ষষ্ঠী ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং তত্ত্বমসি-স্থলে ষষ্ঠী কেন না হইবে? ।। ৮ ।।

অগ্নিং মানবকং বদন্তি কবয়ঃ পূর্ণেন্দুবিম্বং মুখং
নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবম্।
আহার্য্যভ্রমতো ভবেৎ পুনরিয়ং ভেদেঽপ্যভেদা মতিঃ
কর্ত্তব্যা গতিরীদৃশী খলু তথা ব্রহ্মাহমস্মি শ্রুতেঃ ।। ৯ ।।

কবিগণ ব্রাহ্মণবটু, - অগ্নি, মুখ - পূর্ণচন্দ্রবিম্ব, চক্ষু- নীলপদ্ম, কুচতট - মেরু এবং কর - পল্লব, এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; সাদৃশ্যবশতঃ ব্রাহ্মণবটু প্রভৃতি যে সকল বস্তুতে আরোপ্য অগ্নি প্রভৃতি বস্তুর ভ্রম হইতে পারে, তাদৃশ স্থলেই ভেদসত্ত্বেও অভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ 'ব্রাহ্মণমস্মি' শ্রুতিতেও ব্রহ্ম ও অহং যে জীব, ইহাদের নিত্য ভেদ সত্ত্বেও প্রাদেশিক সাদৃশ্যবশতঃ অভেদ-মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রথমা ব্যবহার হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্ম ও আমাতে নিত্য ভেদ আছে। চিজ্জাতিত্বে ঐক্য বশতঃ এক প্রদেশে অভেদ থাকায় 'অহং' ও 'ব্রহ্ম' এই উভয় পদে প্রথমা ব্যবহার, ইহাতে দোষ নাই ।। ৯ ।।

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা-স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরিজীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি-স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব? ।। ১০ ।।

হে মায়াবাদিন্ জীব, যেরূপ সমুদ্রে তরঙ্গ অনন্ত আছে, সেইরূপ আমরাও চিৎসমুদ্ররূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। যখন তরঙ্গ কখনই সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তখন তুমি কিরূপে ব্রহ্ম বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিবে? তাৎপর্য্য এই, সমুদ্র তরঙ্গ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নয়। চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না ।। ১০ ।।

জ্ঞানঞ্চাজ্ঞানমেবং দ্বয়মিহ বিদিতং সর্ব্বশাস্ত্রান্তরালে
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ বিদ্যা তদনু তদিতরা পৃষ্ঠলগ্না বিভাতি।
এবং সর্ব্বত্র যুগ্মং ভবতি খলু তথা ব্রহ্ম-জীবৌ প্রসিদ্ধৌ
কস্মাদৈক্যং তয়োঃ স্যাদকপটমনসা হন্ত সন্তো বদন্তু ।। ১১ ।।

জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রে পৃষ্ঠলগ্ন অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যটী পৃষ্ঠলগ্নরূপে অবস্থিত বলিয়া কথিত আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীব পরস্পর পৃষ্ঠলগ্ন তত্ত্বদ্বয়। হে সাধুসকল, এখন অকপটে বলুন, জীব ও ব্রহ্মে কিরূপে সর্ব্বাংশে ঐক্য সম্ভব হয়? ।। ১১ ।।

যস্মাৎ শ্রীপরমেশ্বরস্য নিখিলাধারস্য মায়াবিনো
জীব ত্বং প্রতিবিম্ব এব ভগবান্ বিম্বঃ স্বয়ং রাজতে।
একঃ খে খলু চন্দ্রমা বহুবিধ- স্তোয়াদিকে দৃশ্যতে
তদ্বিম্ব-প্রতিবিম্বয়োরিব ভিদা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ ।। ১২ ।।

নিখিলাধার ভগবান্ শ্রীপরমেশ্বর মায়াধীশ, - বিম্বস্বরূপ। হে জীব, তুমি তাঁহার মায়াধীন প্রতিবিম্বস্বরূপ। আকাশে চন্দ্র এক হইলেও জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহা বহুবিধরূপে লক্ষিত হয়। হে জীব, তুমিই বিম্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্। তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎকণ, তাহা মায়াগঠিত না হইলেও মায়াবশযোগ্য। কিন্তু ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর। মায়া তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তিনী দাসী; জীব ভগবানের প্রতি কোন প্রকার অপরাধ করিলে মায়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া মায়ার সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের বশীভূত করিয়া সুখ দুঃখের অধীন করিয়া ফেলে। সুতরাং স্বভাবতঃ ভগবান্ জীবের স্বভাব হইতে পৃথক্। গুণবদ্ধ জীব গুণরূপ জলবিশেষে

চিৎসূর্য্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ। এই বাক্যদ্বারা কল্পিত বিম্ব-প্রতিবিম্বিতবাদ নিরস্ত হইল ।। ১২ ।।

অপ্রমেয়মবির্তক্যমনীহং ব্রহ্ম তৎ কথিতমাগবাক্যৈঃ।
গোচরোঽসি মনসো বচসস্ত্বং ব্রহ্মণা তব কথং ভবিতৈক্যম্? ।। ১৩ ।।

আগমবাক্যে সেই ব্রহ্মকে অপ্রমেয় (প্রমাণের অতীত), অবির্তক্য (তর্কের অতীত), অনীহ (নিষ্ক্রিয়) বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং তুমি জীব মন ও বাক্যের বলিয়া গোচর স্থির হইয়াছে। সে স্থলে পারমার্থিক অবস্থাতেও ব্রহ্মের সহিত তোমার ঐক্য কিরূপ ঘটিতে পারে? অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তুমি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পার না ।। ১৩ ।।

মায়াবাদমতান্ধকারমুষিত প্রজ্ঞোঽসি যস্মাদহং
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি রে দীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ ।। ১৪ ।।

হে জীব, মায়াবাদ-মতের অন্ধকার কর্ত্তৃক তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হইয়াছে। সেই কারণেই তুমি উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু 'আমি ব্রহ্ম' এই কথা বলিতেছ। দেখ, তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সহিত যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মের অভেদ তুলনা ।। ১৪ ।।

পরিচ্ছিন্নো জীব ত্বমসি স খলু ব্যাপকতম-
স্ত্বমেকত্র স্থাতা ভবসি স হি সর্ব্বত্র সততম্।
সুখী দুঃখী ত্বং রে ক্ষণিক স সুখী সর্ব্বসময়ে
কথং সোঽহং বাক্যং বদসি বত লজ্জাং ন কুরুষে ।। ১৫ ।।

হে জীব, তুমি স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট, কিন্তু তিনি আকাশ হইতেও অত্যন্ত ব্যাপক। তুমি এক সময়ে এক স্থানে থাকিতে বাধ্য, তিনি সর্ব্বসময়ে সর্ব্বত্র অবস্থিত। তুমি ক্ষণিক সুখঃদুঃখের অধীন, তিনি সর্ব্বকালে পরমানন্দময়। এমত স্থলে 'সোঽহং' (আমিই তিনি) এ বাক্য বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? ।। ১৫ ।।

কাচঃ কাচো মণিরপি মণিঃ শুক্তিরেবাস্তি শুক্তিঃ
রূপ্যং রূপ্যং ন ভবতি কদা ব্যত্যয়ং জ্ঞানমেষাম্।

অন্যেষাস্তু স্ফুরতি তদীয়জ্ঞানমন্যত্র তদ্বদ্
ভ্রান্ত্যা জীবঃ প্রবদতি তথা তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যম্ ।। ১৬ ।।

কাচ কাচই থাকে, মণি মণিই থাকে, শুক্তি শুক্তিই থাকে, রৌপ্য রৌপ্যই থাকে; যেখানে ভ্রমাভাব, সেখানে ইহাদিগের পরস্পর ব্যত্যয়-জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। তবে যে, কাচে মণিজ্ঞান এবং শুক্তিতে রজত-জ্ঞান, সে কেবল সাদৃশ্য ভ্রম হইতেই জন্মে। তদ্রূপ জীব জীবই থাকেন, এবং ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন। ভ্রমবশতঃই 'তৎ' শব্দের প্রথমার্থ, অর্থাৎ 'আমি - সেই ব্রহ্ম', এইরূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্য বস্তুভ্রম হইতেই উক্ত হয়। তাৎপর্য্য এই, যেখানে বিশুদ্ধজ্ঞান, সেখানে তত্ত্বমসির 'তৎ' শব্দের 'তস্য' অর্থ করিয়া 'আমি ব্রহ্মের দাস', এই বুদ্ধি অবশ্য হইয়া থাকে ।। ১৬ ।।

তৎশব্দার্থঃ প্রকটপরমানন্দপূর্ণামৃতাবিদ্ধ-
স্ত্বংশব্দার্থো ভবভয়ভরব্যগ্রচিত্তোহতিদুঃখী।
তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োভিন্নয়োর্ব স্তুগত্যা
ভেদঃ সেব্যঃ স খলু জগতাং ত্বং হি দাসস্তদীয়ঃ ।। ১৭ ।।

'তত্ত্বমসি বাক্যে, 'তৎ' শব্দার্থে পরমানন্দের পূর্ণামৃতসমুদ্র সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। 'ত্বং' শব্দার্থে ভবভয়ে ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখী জীব। দেখ, বস্তুগতিক্রমে এই দুই তত্ত্ব অত্যন্ত পৃথক্, তিনি জগতের নিত্য সেব্য তত্ত্ব এবং তুমি তাহার নিত্য সেবক। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবে কখনই ঐক্য সম্ভাবনা হয় না ।। ১৭ ।।

শব্দে ব্রহ্মণি বক্তব্যে ব্যাপারো নাভিধা ভবেৎ।
শক্তির্নাস্তি যতস্তস্য লক্ষণা তেন কথ্যতে ।। ১৮ ।।

মায়াবাদী বলেন যে, বেদে ব্রহ্ম-বক্তব্য বিষয়ে অভিধাবৃত্তি কার্যকরী হয় না, তন্নিবন্ধন তিনি অভিধাশক্তির অভাবসত্ত্বে লক্ষণামাত্র অবলম্বন করেন ।। ১৮ ।।

এবঞ্চেল্লক্ষণা কস্মাৎ শক্যসম্বন্ধজা যতঃ।
সম্বন্ধস্তত্র কেন স্যাদসঙ্গাদ্বৈতবস্তুনি ।। ১৯ ।।

এস্থলে বিবেচ্য এই, অভিধা শক্তির অভাবে যদি লক্ষণা করা হয়, তাহা হইলে লক্ষণাই বা কিরূপে হইতে পারে? কেন না, লক্ষণা অভিধা শক্তির শক্যসম্বন্ধজাত বলিয়া স্থির আছে। অসঙ্গ-অদ্বৈতবস্তু ব্রহ্মে অভিধাশক্তির সম্বন্ধ কিরূপে হইবে? ।। ১৯ ।।

মুখ্যার্থবোধে সহ তেন যোগে প্রয়োজনাদ্বাপ্যথ রূঢ়িতো বা।
বৃত্ত্যা যয়ান্যঃ খলু লক্ষ্যতেঽর্থঃ সা লক্ষণা স্যাত্রিতয়ঞ্চ হেতুঃ ।। ২০ ।।

লক্ষণার তিনটী হেতু; মুখ্যার্থবাধ হইলে মুখ্যার্থযোগে লক্ষণার স্থল হয়। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে লক্ষণা করা যায়। রূঢ়িস্বভাববশতঃ কোন কোন স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন। এই তিন কারণে শব্দের অভিধাবৃত্তির সম্বন্ধাশ্রয়ে অন্য যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থ হয়, তাহার নাম 'লক্ষণা' ।। ২০ ।।

অভিধা নাস্তি চেৎ কস্মাল্লক্ষণা তত্র জায়তে।
আদাবেকত্র বাধঃ স্যাৎ পশ্চাদন্যত্র লক্ষণা ।। ২১ ।।

যেস্থলে অভিধাসম্বন্ধই নাই, সেস্থলে লক্ষণার উৎপত্তি কিরূপে হইবে? আদৌ এক অর্থে অভিধার বাধ হইলেই পরে অন্য অর্থে লক্ষণা হইয়া থাকে ।। ২১ ।।

নাঙ্গীকৃতাভিধা যস্য লক্ষণা তস্য নো ভবেৎ।
নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা ন পুত্রো জনকং বিনা ।। ২২ ।।

যাহার অভিধা অঙ্গীকৃত হয় নাই, তাহার লক্ষণা হইতে পারে না। যেখানে গ্রাম নাই, তথায় সীমার প্রয়োজন কি? যেখানে জনক নাই, সেখানে পুত্র কিরূপে হয়? ।। ২২ ।।

কুন্তখড়গা ধনুর্বাণাঃ প্রবিশন্ত্যত্র লক্ষণা।
স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপো যতোঽগতিরচেতনে ।। ২৩ ।।

যেস্থলে বলা যায় যে, 'কুন্তখড়গা ধনুর্বাণাঃ প্রবিশন্তি' - এস্থলে লক্ষণা আছে, কেন না - অচেতন বস্তুর গতি নাই বলিয়া গতিরূপ ক্রিয়াসিদ্ধি করিতে হইলে পরাক্ষেপ অর্থাৎ অপরের ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে। কুন্তখড়গধনুর্বাণ প্রবেশ করিতেছে বলিলে কুন্তখড়গধনুর্বাণধারী ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতেছে - এইরূপ লক্ষণা হয় ।। ২৩ ।।

গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্রা পরার্থে স্বসমর্পণম্।
ঘোষাধিকরণং ন স্যাদ্‌যদ্‌গঙ্গা জলরূপিনী ।। ২৪ ।।

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' অর্থাৎ 'গঙ্গায় ঘোষপল্লী' এই বাক্যে অপর অর্থে স্বসমর্পণরূপ লক্ষণার প্রয়োজন। কেন না জলরূপিণী গঙ্গায় ঘোষপল্লীর অবস্থান হইতে পারে না। এস্থলে তটরূপে অপর অর্থ উদয় করিবার জন্য 'গঙ্গা' শব্দের স্বসমর্পণ দেখা যায় ।। ২৪ ।।

তাদ্রূপ্যমায়ুর্ঘৃতমেব জাতং যদায়ুরেবেদমভেদবুদ্ধিঃ।
বাক্যার্থবোধো ভ্রমতোপচারা- দৈক্যন্তু নো বাস্তবমেব জাতম্ ।। ২৫ ।।

'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্' অর্থাৎ ঘৃতই আয়ু। এস্থলে ঘৃতের সহিত আয়ুর তাদ্রূপ্যহেতুই অভেদবুদ্ধি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ আয়ু ও ঘৃতের একতা নাই। ফলের ঐক্যভ্রমে বাক্যার্থের বাধ করিয়া যে ঐক্য সম্পাদিত হইতেছে, লক্ষণা দ্বারা তাহার যথার্থ অর্থ করিতে হইবে ।। ২৫ ।।

অদ্বৈতং স্থাপিতং যত্নাল্লক্ষণা সমুপাশ্রিতা।
শক্যো লক্ষ্যশ্চ সম্বন্ধস্ততস্ত্রিতয়মাগতম্ ।। ২৬ ।।

মায়াবাদী যত্ন পূর্ব্বক জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা ও গৌণী - এই ত্রিবিধলক্ষণাশ্রিত করিয়া যে ব্রহ্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতঃ শক্য, লক্ষ্য ও সম্বন্ধরূপ অভিধাশক্তির আশ্রয় সুতরাং আসিয়া পড়িবে ।। ২৬ ।।

নাভিধা সমতাভাবাদ্ধেত্বভাবাচ্চ লক্ষণা।
মায়াবাদিমতে ব্রহ্ম বোধ্যতে কেন হেতুনা? ।। ২৭ ।।

মায়াবাদীর সংস্থাপন সমতা অভাবে অভিধা-বৃত্তি নাই বলিয়া স্বীকৃত আছে, আবার আমরা যে হেতুর অভাব দেখাইতেছি, তাহাতে লক্ষণারও সম্ভাবনা নাই, তখন মায়াবাদী-মতে কিরূপে ব্রহ্মবোধ্য হইতে পারে? তাৎপর্য্য এই যে, মায়াবাদের আচার্য্যগণ যে সকল বিচার আনিয়া লক্ষণার দ্বারা ব্রহ্মকে সিদ্ধ করিয়াছেন, সে সমস্তই অযুক্ত ।। ২৭ ।।

স হেতুর্মুখ্যয়া বৃত্ত্যা জগৎকর্ত্তেতি কথ্যতে।
সকর্ত্তৃকত্বমেতেষামনুমানাচ্চ সিধ্যতি ।। ২৮ ।।

বস্তুতঃ অভিধারূপ মুখ্য-বৃত্তি দ্বারা 'জগৎকর্ত্তা' বলিয়া সেই পরমকারণকে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং সমস্ত দৃষ্টপদার্থের সকর্ত্তৃকত্ব অর্থাৎ সকলেরই একটী কর্ত্তা আছে - ইহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে ।। ২৮ ।।

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং প্রমেয়ামাস্তে খলু তত্র তত্র।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদস্ততস্তদ্বিষয়ীকরোতি ।। ২৯ ।।

বেদসকল ও স্মৃতিসকল প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত। সেই সকল শাস্ত্রে প্রমেয় বস্তুর অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, সেই ব্রহ্মবস্তুর নিশ্চিন্তরূপে উক্তি হইয়াছে। 'সর্ব্ব বেদদ্বারা আমিই বেদ্য' এই সিদ্ধ শাস্ত্রবাক্য এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ; অতএব বেদই একমাত্র ব্রহ্মবিষয়ে বক্তা হইতেছেন ।। ২৯ ।।

সত্যং ত্বসত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করোতি হি
কিমুত ব্রহ্মণীশানে সচরাচরকর্ত্তরি ।। ৩০ ।।

মায়াবাদরূপ অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বিষয়কে শব্দ দ্বারা যখন ব্যক্ত করা হইতে পারে, তখন সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট চরাচরের কর্ত্তা ব্রহ্মকে শব্দ কেন সংস্থাপন করিতে পারিবে না? ।। ৩০ ।।

বাচো নিবৃত্তা মনসা সহেতি তস্যায়মর্থঃ ক্রিয়তে শৃণুধ্বম্।
হৃদা সমং তদ্বিষয়ীকরোতি ততো নিবৃত্তাহনবগাহ্যভাবাৎ ।। ৩১ ।।

তুমি বলিবে যে, বেদ বলিয়াছেন - 'যতো বাচে নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। হে মায়াবাদিগণ, এই বেদবাক্যের অর্থ তত্ত্ববাদিগণ কিরূপে করেন, তাহা শুন। হৃদয়ের সহিত বাক্য ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করেন, তথাপি ব্রহ্ম অপরিমেয় তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে সমস্তভাবে অবগাহন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন ।। ৩১ ।।

অগোচরং মনো বাচামিতি শব্দাৎ প্রতীয়তে
শব্দস্যৈব ততো বাচ্যং ন চ শব্দঃ স খঞ্জতি ।। ৩২ ।।

শব্দ অর্থাৎ বেদ বলেন, 'অবাঙ্মনসো গোচরম্' অর্থাৎ তিনি মন ও বাক্যের অগোচর। অতএব ব্রহ্মের তাদৃশ অবাঙ্মনোগোচরত্ব-স্বভাব শব্দ হইতেই প্রতীত হইতেছে বলিয়া তিনি শব্দেরই বাচ্য হইতেছেন। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে শব্দ খঞ্জতুল্য গতিহীন হইতেছে না ।। ৩২ ।।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
ইত্যাদি মুনিবাক্যন্তু ভ্রান্তং প্রলপিতং নহি ।। ৩৩ ।।

হে মায়াবাদিগণ, তোমরা পণ্ডিতাভিমানী হইলেও মুনিঋষিমধ্যে পরিগণিত হইতে পার না। সুতরাং মুনিবাক্য তোমাদের পূজনীয়। শব্দব্রহ্মে অবগাহন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে গমন করিতে পারা যায় - এই প্রকার মুনিবাক্যসকলকে ভ্রান্ত বা প্রলপিত করিও না ।। ৩৩ ।।

সচ্চিদানন্দশব্দানাং সাক্ষাতো ব্রহ্মণি ধ্রুবম্।
যথা ঘটপটাদীনাং তত্তদর্থাবলোকনম্ ।। ৩৪ ।।

যেরূপ 'ঘট, পট' শব্দ বলিলে তত্তৎ শব্দের অর্থ প্রতীত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দাদি শব্দসকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মতত্ত্বকে নিশ্চয় বুঝাইয়া থাকে ।। ৩৪ ।।

প্রযোজ্য-প্রেরকোক্তিভ্যাং সাক্ষাতো গ্রহ ঈরিতঃ।
আরোপাদ্বাগ্রতঃ পশ্চাদ্ব্যুৎপন্নো বালকো ভবেৎ ।। ৩৫ ।।

যাহাকে কোন কার্য্য করিতে বলা যায়, তিনি প্রযোজ্য। যিনি কার্য্য করিতে বলেন, তিনি প্রেরক। প্রেরক যে বাক্য দ্বারা কার্য্য করিতে বলেন, তাহা হয় সাক্ষাৎ - নয় আরোপ। কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রেরক হইয়া কোন প্রযোজ্য বালককে সৈন্ধব আনিতে বলিলেন, 'সৈন্ধব' শব্দে লবণও হয় ঘোটকও হয়। উভয় ব্যক্তির কথোপকথনে পশ্চাৎ জ্ঞান হয়। জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বালক শব্দার্থে ব্যুৎপন্ন হয় না। অতএব শব্দ কখনও সাক্ষাৎকার, কখন আরোপ দ্বারা জ্ঞান প্রেরণ পূর্ব্বক বালককে শব্দার্থে, ব্যুৎপন্ন করে। শাস্ত্র প্রেরক হইয়া কোন স্থলে সাক্ষাতে অগ্রেই, কোন স্থলে আরোপ দ্বারা পশ্চাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে ব্যুৎপন্ন করেন ।। ৩৫ ।।

শ্রবণাদ্‌গুরুবাক্যানাং শাস্ত্রাভ্যাসাৎ পুনঃ পুনঃ।
ব্রহ্মাদিপদসাক্ষাতঃ শিষ্যস্যোৎপদ্যতে ধ্রুবম্ ।। ৩৬ ।।

প্রথমে গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রাভ্যাস পূর্ব্বক শিষ্যের 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিশ্চয়রূপে সাক্ষাৎকার হয় ।। ৩৬ ।।

কর্ত্তৃত্বসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্য শরীরসিদ্ধিঃ স্বত এব জাতা।
ঘটাদিকার্য্যেষ্বপি দৃশ্যতে স্ম কর্ত্তা শরীরী খলু নাঽশরীরী ।। ৩৭ ।।

পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধি হইলে তাঁহার নিত্য শরীরের সিদ্ধি স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ঘটাদি-কার্য্য-সমূহেও শরীরবিশিষ্ট কর্ত্তাই দৃষ্ট হয়, পরন্তু কোনকার্য্যেই অশরীরী কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না ।। ৩৭ ।।

যদ্যস্তি দেহঃ পরমেশ্বরস্য তদাস্মদাদিপ্রতিমো হি স স্যাৎ।
ব্যাপারবত্ত্বে সতি কর্ত্তৃকানাং কিঞ্চিদ্বিশেষং ন বিলোকয়ামঃ ।। ৩৮ ।।

যদি পরমেশ্বরের শরীর স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মানবরূপ আমাদের শরীরের ন্যায় তাঁহার শরীর, এটাও মানিতে হইবে। ব্যাপারবান্ সমস্ত কর্ত্তৃপুরুষদিগের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাতে কোন ভেদ দেখি না ।। ৩৮ ।।

তৎ কথ্যতে ভগবতো মহদন্তরং যৎ কুদ্দাল-দাত্র-হলপাণিভৃতাং জনানাম্।
এতে ষড়ূর্ম্মিবিবশাঃ শ্রমভারখিন্না ভ্রূভঙ্গমাত্রবিষয়ঃ স করোতি সর্ব্বম্ ।। ৩৯ ।।

তবে জীবরূপ কর্ত্তা ও ভগবদ্রূপ কর্ত্তা - এই দু'এর মধ্যে একটি বিশেষ ভেদ আছে। জড়-জগতে বদ্ধ জীবসকল কোদাল, দা, হল প্রভৃতি বস্তুর সহায় ব্যতীত কিছু করিতে পারে না, আবার তাহারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতির ষড়ূর্ম্মির বিবশ এবং শ্রমভারে সর্ব্বদা খিন্ন, কিন্তু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ ভ্রূভঙ্গমাত্রেই সমস্ত কার্য্য করিবার জন্য অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ।। ৩৯ ।।

অকর্ত্তু মন্যথা কর্ত্তুং কর্ত্তুং প্রভবতি প্রভুঃ।
অতস্তয়োর্বিজানীয়াদন্তরং মহদন্তরম্ ।। ৪০ ।।

প্রভু পরমেশ্বর কার্য্য করিতে, সেই কার্য্য অন্যরূপে করিতে অথবা সেই কার্য্যকে বিনাশ করিতে অনায়াসেই পারেন। সুতরাং জীবকর্ত্তা ও ভগবৎকর্ত্তার মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা অতিশয় বৃহৎ ।। ৪০ ।।

যদস্তি ভোগায়তনং শরীরং লোকে প্রসিদ্ধং তদপি প্রকামম্।
লক্ষ্মীপতিত্বাভগবচ্ছরীরে ন্যূনং ন কিঞ্চিদ্ঘটতে সমগ্রম্ ।। ৪১ ।।

যদিও জীবের শরীর ভোগায়তনরূপে লোকে প্রসিদ্ধ, ভগবানের শরীর তদ্বৎ, তথাপি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, জীব-শরীরের ন্যায় ষড়বিকাররূপ ন্যূনতা নাই। তদ্দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইলেও তাহা মায়াতীত ও সর্ব্বদা চিন্ময় ।। ৪১ ।।

যদ্‌যচ্ছরীরং তদদৃষ্টযুক্ত-মেতাদৃশী ব্যাপ্তিবরা কৃতা চেৎ।
তদস্মদাদিপ্রবলৈরদৃষ্টৈঃ সংপ্রেরিতোঽয়ং খলু সর্ব্বকর্ত্তা ।। ৪২ ।।

যদি বল, শরীরমাত্রই অদৃষ্টানুসারী বলিয়া ঈশ্বরশরীরও তাদৃশ, তাহা হইলেও এরূপ বুঝিও না যে, ঈশ্বরের নিজের কোন অদৃষ্ট আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার শরীর সৃষ্ট হইয়াছে। যেহেতু তাঁহার কর্ম্মফল না থাকায় তাঁহার অদৃষ্ট নাই। পরন্তু আমাদের প্রবল অদৃষ্টক্রমে প্রেরিত হইয়াই তাঁহার নিত্যশরীর আমাদের অদৃষ্টোপযোগী হইয়া আমাদের সম্বন্ধে কার্য্য করিয়া থাকে ।। ৪২ ।।

যদ্‌যচ্ছরীরং তদনিত্যমেব ব্যাপ্তিস্ততোঽপীশ্বরানত্যদেহঃ।
সর্ব্বত্র দৃষ্টা খলু ভূরনিত্যা নিত্যা যথা সা পরমাণুরূপা ।। ৪৩ ।।

যদি বল, শরীর হইলেই অনিত্য হইবে এবং এই বিধির ব্যাপ্তিক্রমে ঈশ্বরের দেহও অনিত্য, তাহা নহে। যেরূপ কার্য্যরূপা পৃথিবী অনিত্যা হইলেও কারণরূপ পার্থিব পরমাণু নিত্য, তদ্রূপ জীবের অদৃষ্টজনিত জীবের দেহ অনিত্য হইলেও বদ্ধজীবদেহের স্বরূপাদর্শরূপ চিন্ময় দেহ নিত্যই থাকে ।। ৪৩ ।।

নাদৃষ্টমেকস্য জনস্য কস্মা-দন্যত্র লগ্নং ভবতীতি বাচ্যম্।
যস্মাদ্বিজগ্রাহ শুভাশুভাভ্যা-মতিত্বরাবান্ খলু চক্রপাণিঃ ।। ৪৪ ।।

একজনের অদৃষ্ট অন্যের প্রতি লগ্ন হয় না - এরূপ বলিতে পার না, যেহেতু সর্ব্বকৌশলগুরু চক্রপাণি সত্বরেই জীবের শুভাশুভক্রমেই জীবের অদৃষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক পৌরুষদেহ ধারণ করিয়াছিলেন ।। ৪৪ ।।

শ্রুতং পুরাণে জগদীশ্বরস্য নাভ্যম্বুজাৎ সর্ব্বমিদং বভূব।
শরীরসিদ্ধিস্তত এব জাতা নাভিঃ কথং হন্ত বিনা শরীরম্ ।। ৪৫ ।।

পুরাণে শুনিয়াছি, জগদীশ্বরের নাভিপদ্ম হইতে এই সমস্ত জগৎ হইয়াছিল। ইহাতেই ঈশ্বরের শরীর সিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু শরীর ব্যতীত নাভি সম্ভবপর হয় না ।। ৪৫ ।।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াস্বাদ্যমতিপ্রসিদ্ধং শরীরমীশস্য হি ষড়্‌গুণাঢ্যম্।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরধিগম্যমানং যৎপাদশৌচোদকমেব গঙ্গা ।। ৪৬ ।।

ঈশ্বরের শরীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য বস্তু এবং ষড়্গুণযুক্ত, সর্ব্ববেদের গম্য। সেই শরীরের পাদশৌচোদকরূপে গঙ্গা পূজিতা হইয়াছেন ।। ৪৬ ।।

অধর্ম্মবৃদ্ধিঃ খলু ধর্ম্মহ্রাসো যদা যদা কালবশাদুপৈতি।
তদা তদা সাধুজনস্য রক্ষা- মসাধুনাশং ভগবান্ করোতি ।। ৪৭ ।।

কালবশে যখন যখন অধর্ম্মবৃদ্ধি ও ধর্ম্মহ্রাস হয়, তখন তখন ভগবান্ সাধুজনের রক্ষা ও অসাধুজনের নাশ করিয়া থাকেন ।। ৪৭ ।।

অবতারাবতারিত্বাদীশোঽপি দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
ভক্তাভক্তবিভেদেন জীবোঽপি ভবতি দ্বিধা ।। ৪৮ ।।

পরমেশ্বর অবতার ও অবতারি-ভেদে দ্বিবিধ। জীব ও মুক্ত বদ্ধ-ভেদে দ্বিবিধ ।। ৪৮ ।।

তত্রৈব কেচিৎ পরমেশ্বরস্য বদন্তি জীবং প্রতিবিম্বমেব।
মতন্তু তেষাং ঘটতে ন সম্যগ্ যতো ব্যবস্থাপয়িতুং ন শক্যম্ ।। ৪৯ ।।

কেহ কেহ জীবকে পরমেশ্বর-প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকেন। তাহাদের মতসামঞ্জস্য না হওয়ায় অসম্যক্ বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় ।। ৪৯ ।।

তথাহি কস্মাৎ প্রতিবিম্বতা স্যাৎ তস্যাপরিচ্ছিন্ন-নিরঞ্জনস্য।
কস্মান্নিগমোক্ত ধর্ম্মা- ধর্ম্মৌ তু তত্তৎ সুখদুঃখভোগম্ ।। ৫০ ।।

পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন নির্ম্মল, অতএব তাঁহার কল্পিত প্রতিবিম্বতা হইতে পারে না। অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাশূন্য বস্তুর সর্ব্বব্যাপকতা-প্রযুক্ত তাঁহার প্রতিবিম্বতার স্থল নাই। পরিচ্ছিন্ন বস্তুই অন্যত্র প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, আবার নির্ম্মল পুরুষে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ-দুঃখ-ভোগ অসম্ভব। ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারই জীবগত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ-দুঃখ-ভোগ হইয়া পড়ে। যদি বল, ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইয়া জড়বৎ হওয়ায় স্বশক্ত্যভাবে জীবস্বরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন, তাহাও অযুক্ত; কেননা, ব্রহ্ম ও জড় দুই বস্তুর মধ্যে যদি ব্রহ্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ-ভোগ হইতে পৃথক্ হন, তবে কি জীবের জড়ায়তনটা নিগমোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভোগে কর্ত্তাস্বরূপ হইল? একথাটীও নিতান্ত অযুক্ত ।। ৫০ ।।

প্রতিবিম্বং ভবেন্ন্যনং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ।
অপরিচ্ছিন্নতা যস্য তস্য তদ্ভবতি কথম্? ।। ৫১ ।।

সূর্য্যাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব হয়, অপরিচ্ছিন্নতা যাহার ধর্ম্ম, তাহার প্রতিবিম্বতা কখনই সম্ভব হয় না ।। ৫১ ।।

রামানুজঃ শিষ্টগণাগ্রহণ্যো নিনিন্দ বিম্বপ্রতিবিম্ববাদম্।
শিষ্টৈর্গৃহীতং ন মতন্তু যস্মাৎ তস্মাদ্ ভবেচ্চারুতরন্তু নূনম্ ।। ৫২ ।।

শিষ্টগণের অগ্রগণ্য শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজ মায়াকল্পিত বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদকে নিন্দা করিয়াছেন। শিষ্টগণ যে মতকে গ্রহণ করিলেন না, তাহা নিশ্চয়ই সুন্দর হইয়া থাকে, (উপহাসোক্তি) ।। ৫২ ।।

তয়োরনাদিভেদোঽস্তি দ্বাসুপর্ণাবিতি শ্রুতেঃ।
সখায়াবিতিনির্দ্দেশাদৈক্যন্তু ঘটতে কথম্? ।। ৫৩ ।।

জীব ও ব্রহ্মে 'দ্বাসুপর্ণা' এই শ্রুতি হইতে নিত্যভেদ পাওয়া যায়। 'সেই দুইটী ব্যক্তি পরস্পর সখা' - এই নির্দ্দেশ বাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের মায়াকল্পিত প্রতিবিম্ববাদগর্ভ অভেদ কখনই সম্ভব হয় না ।। ৫৩ ।।

ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী ব্রহ্মণ্যাত্মন ঈক্ষণাৎ।
শোকাদিবিনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ফলং নৈক্যং কদাচন ।। ৫৪ ।।

বেদে 'আমি ব্রহ্ম' সংসারী নই, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মে আত্মদর্শনহেতু শোকাদিনিবৃত্তিই ফলরূপে উক্ত হইয়াছে, পরন্তু এই সকল বাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অবস্থাকে ফলস্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করা হয় নাই ।। ৫৪ ।।

অহমেব খলু ব্রহ্ম ব্রহ্মণস্ত্বাত্মনীক্ষণাৎ।
পরোক্ষবিনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ফলং নৈক্যং কদাচন ।। ৫৫ ।।

'আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মাতে ব্রহ্ম-দর্শন হেতু পরোক্ষ বুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে ব্রহ্মেতর জড়বুদ্ধি নিবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ অভেদ জ্ঞানরূপ ফল হয় না ।। ৫৫ ।।

একাগ্রবুদ্ধ্যা পরিশীলনেন ব্রহ্মৈব স স্যাদিতি নৈব বাচ্যম্।
কিঞ্চিদ্গুণস্যৈব ভবেৎ প্রবেশো যৎ কীটভৃঙ্গাদিষু দৃষ্টমিত্থম্ ।। ৫৬ ।।

ব্রহ্ম-বস্তুতে একাগ্রবুদ্ধির পরিশীলন হইলে যে পরিশীলক ব্রহ্ম হইয়া পড়েন, এরূপ বলিতে পার না। যেরূপ ভৃঙ্গ-চিন্তায় কীটের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবস্তুর চিন্ময়-গুণত্বরূপ একদেশবিশেষে কিঞ্চিৎ প্রবেশ হয়, এই মাত্র জানিবে ।। ৫৬ ।।

ভক্ত্যা সদা ব্রাহ্মণপূজনেন শূদ্রোঽপি ন ব্রাহ্মণতামুপৈতি।
কিদ্গিুণস্যৈব ভবেৎ প্রবেশো ন ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ খলু শূদ্রজাতিঃ ।। ৫৭ ।।

শূদ্র যদি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-পূজা করে, তাহা হইলে তাহার কি ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে? কেবল তাহার শরীরে ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র গুণ প্রবেশ করে, শূদ্রজাতি কখনও ব্রাহ্মণ হয় না ।। ৫৭ ।।

শ্রীসূত্রকারেণ কৃতো বিভেদো যৎ কর্ম্মকর্ত্তুর্ব্যপদেশ উক্তঃ।
ব্যাখ্যা কৃতা ভাষ্যকৃতা তথৈব গুহাং প্রবিষ্টাবিতি ভেদবাক্যৈঃ ।। ৫৮ ।।

'কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ' এই সূত্রে সূত্রকার বেদব্যাস জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও 'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে' এই কয় বচন লক্ষ্য করিয়া প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে একাদশ সূত্রার্থে এই পূর্ব্বপক্ষ তুলিলেন, 'আত্মানৌ' শব্দে কি বুদ্ধি, জীব অথবা জীব ও পরমাত্মাকে বুঝা যাইবে? সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন, বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব শঙ্করাচার্য্য মহাশয় সূত্রকারের ভেদমতই বস্তুতঃ স্বীকার করিয়াছেন ।। ৫৮ ।।

স্মৃতেশ্চ হেতোরপি ভিন্ন আত্মানৈসর্গিকঃ সিধ্যতি ভেদ এব।
ন চেৎ কথং সেবকসেব্যভাবঃ কণ্ঠোক্তিরেষা খলু ভাষ্যকর্ত্তুঃ ।। ৫৯ ।।

'স্মৃতেশ্চ' এই বেদান্তসূত্রের প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয়পাদে পঞ্চমসূত্র-ব্যাখ্যায় "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" এই গীতাবচন উঠাইয়াছেন। এই বচন বিচার করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নৈসর্গিক ভেদ সিদ্ধ হয়। কেন না, "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।" এই দ্বিতীয় বচনে সেব্য-সেবক ভাবের উক্তি আছে। যদি জীব ও

ব্রহ্মের আত্মনৈসর্গিক ভেদ না থাকিত, তাহা হইলে সেব্য-সেবক-ভাবের উক্তি কেন থাকিত? ভাষ্যকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যের অন্তঃকরণে ইচ্ছা না থাকিলেও সত্যকথা কণ্ঠে বাহির হইয়া পড়িয়াছে ।। ৫৯ ।।

অহং সুখী ক্কাপি ভবামি দুঃখী সুখস্বরূপঃ সততং স আত্মা।
এবং হি ভেদঃ কথমৈক্যমেব তয়োর্দ্বয়োর্ভিন্নপদার্থেয়োর্যৎ ।। ৬০ ।।

আমি জীব কখনও সুখী, কখনও দুঃখী, কিন্তু তিনি পরমাত্মা সর্ব্বদা সুখস্বরূপ - এই দুই ভিন্ন পদার্থের যে ভেদ, তাহা কি কখনও এক হইতে পারে? ।। ৬০ ।।

নিত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনাবৃতোঽসা-বতীবশুদ্ধো জগদেকসাক্ষী।
জীবস্তু নৈবংবিধ এব তস্মা-দভেদবৃক্ষোপরি বজ্রপাতঃ ।। ৬১ ।।

তিনি নিত্য, স্বয়ং জ্যোতিঃ, অনাবৃত, অত্যন্ত শুদ্ধ এবং জগতের একসাক্ষী - এই সমস্ত বিশেষণ বেদে অনেকস্থানে কথিত আছে। জীবকে যেখানে যেখানে বর্ণন করা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে এপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বর্ণন করা হয় নাই। সুতরাং এই বিশেষতত্ব বিচারিত হইলে অভেদবাদ-বৃক্ষের উপরে বজ্রপাত হয়।। ৬১।।

জীবাত্মনোর্যে প্রবদন্ত্যভেদং তেষাং মতে দ্বন্দ্বসমাসবাধঃ।
উদাহৃতং বাগ্‌দৃষদাদিরূপং দ্বন্দো হি ভেদে ন কদাপ্যভেদে ।। ৬২ ।।

যাঁহারা জীব ও পরমাত্মার অভেদ স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের মতে দ্বন্দ্ব,সমাস বাধ হয়। ব্যাকরণে বাগ্‌দৃষদাদি-রূপ উদাহরণ-দ্বারা ভেদস্থলে দ্বন্দ্বসমাস কথিত হইয়াছে, অভেদ স্থলে কখনই দ্বন্দ্বসমাস হয় না। জীব ও পরমাত্মার যদি অভেদ হইত, তাহা হইলে 'জীবাত্মনোঃ' শব্দ দ্বন্দ্বসমাসে ব্যবহার হইতে পারিত না; কিন্তু শাস্ত্রে যখন সেইরূপ ব্যবহার দেখা যাইতেছে, তখন শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে ।। ৬২ ।।

অভেদে জায়তে নূনং সমাসঃ কর্ম্মধারয়ঃ।
সামনাভিকরণ্যেন নীলোৎপলমুদাহৃতম্ ।। ৬৩ ।।

যদি অভেদ হইত, তাহা হইলে সমানাধিকরণ বশতঃ কর্ম্মধারয় ব্যবহার হইত। 'নীলোৎপল' শব্দে সমানাধিকরণ বশতঃ কর্ম্মধারয় সমাসের উদাহরণ ।। ৬৩ ।।

অন্নং ব্রহ্মেতিবাক্যানি যথা তিষ্ঠন্তি ভূরিশঃ।
তথা ব্রহ্মাহমস্মীতি বিজ্ঞেয়োপাসনা পরা ।। ৬৪ ।।

যেরূপ 'অন্ন ব্রহ্ম' ইত্যাদির বহুবিধ শ্রুতি আছে, তদ্রূপ 'ব্রহ্মাহমস্মি' এই শ্রুতিকে উপাসনাপরা বলিয়া জানিবে। তাৎপর্য্য এই 'অন্ন ব্রহ্ম' এই শব্দে অন্নের কিঞ্চিৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধ যেরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ 'আমি ব্রহ্ম' এই শ্রুতি দ্বারা উপাসনা-মার্গে আমার দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মধর্ম্মগত চিদভিমানের প্রয়োজনীয়তা জানিবে ।। ৬৪ ।।

ভেদেঽপ্যভেদেঽপি বহূনি সন্তি বাক্যানি নূনং নিগমে পুরাণে।
মাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য বিচার্য্য তথ্যং পথ্যং শরীরং প্রবদন্তি ধীরাঃ ।। ৬৫ ।।

বেদে ও পুরাণে জীব-ব্রহ্মের অনেকগুলি ভেদবাক্য ও অভেদবাক্য আছে। মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথ্য বিচার করিয়া ধীরসকল শরীরকেই পথ্য বলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মশরীর ও জীবের নিত্যশরীর পরস্পর পৃথক্ - এইরূপ বিশ্বাসই পথ্য, ইহা স্থির করেন ।। ৬৫ ।।

ভ্রান্ত প্রতারিতমতে ননু জীব রে ত্বং ব্রহ্মাহমস্মি বচনং কুরু দূরমস্মাৎ।
তত্ত্বং কথং ভবসি দৈবহতপ্রকামঃ সংসারদুস্তরমহার্ণবমধ্যমগ্নঃ ।। ৬৬ ।।

হে প্রতারিতমতি ভ্রান্তজীব, তোমার মুখ হইতে "আমি ব্রহ্ম" এই কথাটী দূর করিয়া দাও। এই সংসাররূপ দুস্তর মহার্ণব-মধ্যে মগ্ন এবং যথেষ্টরূপে দৈবহত তুমি কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পার ।। ৬৬ ।।

লক্ষ্মীকান্তঃ প্রকটপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধিঃসেব্যো রুদ্রপ্রভৃতিবিবুধৈর্যস্য পাদাম্বু গঙ্গা।
সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং সৃজতি নিখিলং ভ্রুবিভঙ্গেন সদ্যঃ
সোঽহং বাক্যং বদসি বত রে জীব রক্ষ্যো ন রাজা ।। ৬৭ ।।

রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সেব্য প্রকটপরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্রস্বরূপ সেই লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ - যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়াছেন - যিনি ভ্রূভঙ্গে এই নিখিল জগৎ পূর্ব্বে সৃষ্টি করেন। তুমি কহিতেছ 'আমি সেই'। এবংবিধ বাক্য অত্যন্ত অন্যায়, কেন না, তিনি - রাজা এবং তুমি - রক্ষ্য অর্থাৎ প্রজা ।। ৬৭ ।।

যেন ব্যাপ্তমখণ্ডমণ্ডলমিদং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিকং
রে রে মন্দমতে ত্বয়া কথমহো সোঽহং বচঃ কথ্যতে।
কস্য ত্বং কুত আগতঃ কথমরে সংসারবনন্ধক্রম-
স্তত্ত্বং তৎ পারচিন্তয় স্বহৃদয়ে ভ্রান্তস্য মার্গং ত্যজ ।। ৬৮ ।।

ওরে মন্দমতি, যিনি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিপূর্ণ অখণ্ড মণ্ডলে ব্যাপ্ত, তিনিই যে তুমি, একথা কিরূপে বল। তুমি কাহার সম্বন্ধে আছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার সংসার বন্ধন কষ্ট কি হেতু হইয়াছে? সেই সমস্ত নিজের হৃদয়ে চিন্তা করিয়া ভ্রান্ত মায়াবাদীর উপদিষ্ট পথ পরিত্যাগ কর ।। ৬৮ ।।

সোঽহংমা বদ সেব্যসেবকতয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং
তেন স্যাৎ তব সদগতির্ধ্বমধঃ-পাতো ভবেদন্যথা।
নানাযোনিষু গর্ভবাসবিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে
স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনরহো জীব ত্বয়া ভ্রাম্যতে ।। ৬৯ ।।

হে জীব, তুমি আর 'সোঽহং' এই বাক্যটী বলিও না। সেব্য-সেবকভাবে সেই শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যভজন কর। তাহা হইলেই তোমার সদ্গতি নিশ্চয় হইবে। তাহা না করিলে অবশ্য অধঃপাত হইবে এবং তুমি নানা যোনিতে গর্ভবাস করিয়া অনেক দুঃখ পাইবে; পুনঃ পুনঃ স্বর্গে বা নরকে ভ্রমণ করিতে থাকিবে ।। ৬৯ ।।

সোঽহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তব ভজ ত্বংপাদপদ্মং হরে-
স্তস্যাহং কিল সেবকঃ স ভগবাং স্ত্রৈলোক্যনাথো যতঃ।
অদ্বৈতাখ্যমতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব
স্বান্তে সম্প্রতি বিদ্যতে যদি হরাবেকান্তভক্তিস্তদা ।। ৭০ ।।

'সোঽহং' জ্ঞানটী তোমার ভ্রম। সেই হরির পাদপদ্ম ভজন কর। আমি তাঁহার নিত্যদাস এবং তিনি ত্রৈলোক্যনাথ' - এই ভাবনা কর। অদ্বৈতবাদ অতি শীঘ্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বৈতবাদ প্রবৃত্ত হও। তোমার নিজ অন্তঃকরণে সম্প্রতি হরিতে যদি একান্ত ভক্তি হইয়া থাকে, তবে এইরূপ কর ।। ৭০ ।।

বাক্যং নারদপঞ্চরাত্রবিষয়ে চান্যত্র সর্ব্বত্র চ
জ্ঞাত্বা বৈষবতন্ত্রসূত্রমখিলং নির্ণীয়তাং যদ্ধিতম্।

শক্তো জ্ঞাতুমহো ন ভেদমনয়োর্জীবাত্মনো দুর্জ্জনো
মায়াবাদদুরাগ্রহ-গ্রসিতধীস্তত্রৈব হেতুর্মহান্ ।। ৭১ ।।

নারদ-পঞ্চরাত্র-বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক অন্যশাস্ত্রে ও সর্ব্বশাস্ত্রে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতন্ত্রসূত্র অবগত হইয়া যে হিতবাক্য হয়, তাহা নির্ণয় কর। যদি বল, মায়াবাদী পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তবে তাহার তাৎপর্য্য শুন। মায়াবাদরূপ দুরাগ্রহগ্রস্তবুদ্ধি-দূষিত দুর্জ্জন ব্যক্তি জীব ও পরমাত্মার ভেদ ঐ সকল শাস্ত্রপাঠেও জানিতে পারে না। ইহাই তাহাদের দুর্ম্মতির প্রধান হেতু ।। ৭১ ।।

পিত্তাধিক্যবতাং যথৈব রসনা খণ্ডস্থিতাং মাধুরীং
শঙ্খাস্থাং কিল কাচ-কামলবতাং নেত্রে যথা শুক্লতাম্ ।
মাত্রাচিন্তিতচেতসামিব মনঃ স্বচ্ছং হরেঃ কীর্ত্তনং
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুমবৈতুমত্র খলু নো যাতা যথৈব ক্রমাৎ ।। ৭২ ।।

পিত্তাধিক্যদূষিত জিহ্বা যেরূপ মিষ্ট দ্রব্যের মাধুরীজ্ঞানে অসমর্থ, কাচ-কামলরোগপীড়িত ব্যক্তির নেত্রদ্বয় যেরূপ শঙ্খস্থ শুক্লতা দর্শনে অসমর্থ, বিষয়মাত্রা-চিন্তাযুক্ত চিত্ত যেমন বিশুদ্ধি লাভে অসমর্থ, সেইরূপ মায়াবাদী নিজের মায়াবাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া ভগবদ্ভজন-সুখ প্রাপ্ত হয় না ।। ৭২ ।।

যস্যৈব চৈতন্যলবেন জীব জাতোহসি চৈতন্য বতো বরেণ্যঃ।
মা ব্রূহি সোঽহং শঠ কঃ কৃতঘ্না- দন্যঃ পদং বাঞ্ছতি হন্ত ভর্ত্তুঃ? ।। ৭৩ ।।

হে জীব, যে বিভুচৈতন্য পুরুষের চৈতন্যকণ লইয়া তুমি বরেণ্য হইয়াছ, 'তিনি যে তুমি' - একথা বলিও না। হে শঠ, কৃতঘ্ন ব্যতীত অন্য কে নিজ প্রভুর পদ পাইবার বাঞ্ছা করে? ।। ৭৩ ।।

ন্যস্তঃ শ্রীপরমেশ্বরেণ কৃপয়া চৈতন্যলেশস্ত্বয়ি
ত্বং ত্বস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহং নায়াতি বক্তুং শঠ।
লব্ধা কশ্চন দুর্জ্জনঃ খলু যথা হস্ত্যশ্বপাদাতকং
ভুপাদেব তদীয় রাজপদবীং চক্রে গ্রহীতুং মনঃ ।। ৭৪ ।।

শ্রীপরমেশ্বর কৃপাপূর্ব্বক তোমাতে চৈতন্যকণা অর্পণ করিয়াছেন। অতএব হে শঠ, 'আমিই সেই পরমেশ্বর' তোমার একথা বলা উচিত নয়। কোন দুর্জ্জন কোন রাজার নিকট হইতে হস্ত্যশ্বপদাতিক লাভ করিয়া শেষে তাঁহার রাজপদবী গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছিল। তুমি তদ্রূপ করিও না ।। ৭৪ ।।

মায়া যস্য বশংগতা বলবতী ত্রৈলোক্যসম্মোহিনী
বিজ্ঞেয়ঃ প্রভুরীশ্বরঃ স ভগবানানন্দসচ্চিদঘনঃ।
যস্তস্যা বশমাগতঃ খলু নসি প্রোতোক্ষকল্পঃ সদা
জ্ঞাতব্যঃ স হি জীব ইত্থমনয়োরস্ত্যেব ভেদো মহান্ ।। ৭৫ ।।

ত্রৈলোক্যসম্মোহিনী বলবতী মায়া যাঁহার বশীভূতা দাসী, সেই আনন্দ সচ্চিদ্‌ঘন ভগবান্ 'ঈশ্বর' ও 'প্রভু' বলিয়া পরিজ্ঞাত। যিনি স্বভাবতঃ নাসিকাবিদ্ধ বলদের ন্যায় মায়ার বশযোগ্য, তাঁহাকে জীব বলিয়া জানিবে। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে বস্তুগত বিশেষ ভেদ আছে ।। ৭৫ ।।

জ্ঞাতা সাংখ্যকণাদগৌতম-মতংপাতঞ্জলীয়ং মতং
মীমাংসামতভট্টভাস্করমতং ষড়্‌দর্শনাভ্যন্তরে।
সিদ্ধান্তং কথয়ন্তু হন্ত সুধিয়ো জীবাত্মনোর্বস্তুতঃ
কিম্ভেদোঽস্তি কিমেকতা কিমু ভবে- দ্ভেদেহপ্যভেদস্তয়োঃ ।। ৭৬ ।।

পণ্ডিতগণ ষড়্‌দর্শনে সাংখ্য, কণাদ্, গৌতম্, পতঞ্জলী, জৈমিনি ও ভট্টভাস্করের মত বিচারপূর্ব্বক এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলুন - জীব ও পরমাত্মার বস্তুগতভেদ আছে কিনা, কিম্বা তাঁহারা বস্তুতঃ এক অথবা বস্তুতঃ তাঁহাদের যুগপৎ ভেদাভেদ সিদ্ধ কিনা? ।। ৭৬ ।।

শাস্ত্রেষু পঞ্চসু ময়া খলু তত্র তত্র
জীবাত্মনোরতিতরাং শ্রুত এব ভেদঃ।
বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ে কিমিদং শৃণোমি ভেদং
ততোহন্যদভয়ং ত্রিবিধং বিচিত্রম্ ।। ৭৭ ।।

প্রথমোক্ত পাঁচটী শাস্ত্রে আমি দেখিতেছি, জীবও পরমাত্মার অত্যন্ত ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, কেবল বেদান্তশাস্ত্র বিষয়ে যাঁহারা মীমাংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যভেদ, কেহ কেহ তদুভয়ের নিত্য অভেদ, কেহ বা তদুভয়ের যুগপৎ নিত্যভেদাভেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, - ইহাই বিচিত্র ।। ৭৭ ।।

স্বাতন্ত্র্যযোগাদ্ভবতি স্বতন্ত্রো বিশ্বস্য কর্ত্তা জগদীশ্বরোহয়ম্।
জীবঃ পরাধীনতয়াপ্রসিদ্ধঃ কথং তয়োরৈক্যমহো বদন্তি ।। ৭৮ ।।

বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম থাকায় তিনি বিশ্বকর্ত্তা হইয়াছেন। জীব সর্ব্বদাই তাঁহার অধীন - এরূপ প্রসিদ্ধি আছে স্বতন্ত্র পুরুষ ও পরতন্ত্র পুরুষের কিরূপে ঐক্য বলিতে পারেন? ।। ৭৮ ।।

নানারসা মধুরভিন্নতয়া তরূণাং সন্তি
ত্রিদোষহরণং কথমন্যথা চেৎ।
জীবাস্তথা ভবতি যে প্রলয়ে বিলীনা-
নৈক্যং গতাঃ খলু যতঃ পৃথগেব সৃষ্টৌ ।। ৭৯ ।।

ঔষধ প্রক্রিয়ায় বহুবিধ তরুর রস একত্র করা হইলেও সেই ঔষধে ভিন্ন ভিন্ন মাধুর্য্য সহকারে নানবিধ রসসকল পৃথক্ থাকে। তাহা না হইলে পৃথক্ পৃথক্রূপে ত্রিদোষ-হরণ কিরূপে হইত? সেইরূপ জীবসকল প্রলয়কালে বিলীনভাবে ঐক্যধর্ম্ম লাভ করিলেও পৃথক্ পৃথক্ থাকে। যেহেতু পুনরায় সৃষ্টিকালে পূর্ব্বাদৃষ্টক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রলয়কালে সে ঐক্য জীবদিগের পরস্পর অভেদ উৎপাদক নয় ।। ৭৯ ।।

নদীসমুদ্রয়োর্ভেদঃ শুদ্ধোদলবণোদয়োঃ।
তথা জীবেশ্বরৌ-ভিন্নৌ বিলক্ষণগুণান্বিতৌ ।। ৮০ ।।

যেরূপ নদীর জল, শুদ্ধ অর্থাৎ লবণহীন, সমুদ্রের জল লবণাক্ত, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বর বিলক্ষণগুণান্বিত হইয়া পৃথক্ থাকেন ।। ৮০ ।।

নদ্যঃ সমুদ্রে মিলিতাঃ সমন্তা-ন্নৈক্যং গতা ভিন্নতয়া বিভান্তি।
ক্ষীরোদশুদ্ধোদকয়োর্বিভেদা-দাস্তে তয়োর্বাস্তব এব ভেদঃ ।। ৮১ ।।

নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হইলে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করে না। পয়োরাশির মধ্যে উভয় জল পৃথক্ পৃথক্ থাকে। ক্ষীরসমুদ্রের জল ও নদীর জল সর্ব্বদা ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুদ্রের বাস্তবভেদ নিত্য ।। ৮১ ।।

দুগ্ধে তোয়ং মিলিতমপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং
হংসস্তাবৎ সপদি কুরুতে ক্ষীরনীরস্য ভেদম্।
এবং জীবা লয়মধিপরে ব্রহ্মণা যে বিলীনা
ভক্ত্যা ভেদং বিদধতি গুরোর্বাক্যমাসাদ্য সদ্যঃ ।। ৮২ ।।

দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিলে অপরে তাহাতে ভেদ দেখিতে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত থাকিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হইতে পৃথক্ করে। তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে সকল জীব প্রলয়কালে পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হন, ভক্তসকল গুরু বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া দিতে পারেন ।। ৮২ ।।

দুগ্ধে দুগ্ধং জলমপি জলে মিশ্রিতং সর্ব্বথা তৎ
নৈক্যং প্রাপ্তং নিয়তমনয়োর্ম্মানমস্ত্যেব যস্মাৎ।
এবং জীবাঃ পরমপুরুষে ধ্যানযোগাদ্বিলীনা
নৈক্যং প্রাপ্তা বিমলমতয়ঃ সন্ত এবং বদন্তি ।। ৮৩ ।।

দুগ্ধে দুগ্ধ মিলাইলে এবং জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে ঐক্য হয় না, কেন না, মিলিত দুই বস্তুর পরিমাণ কম হয় না। সেই প্রকার ধ্যানযোগে জীবসকল পরম পুরুষে বিলীন হইয়াও ঐক্য প্রাপ্ত হয় না - বিমলমতি পণ্ডিতসকল এরূপ বলিয়া থাকেন ।। ৮৩ ।।

কেচিদ্বাদবলাঃ কুর্তকজলধৌ মগ্নাঃ কুমার্গে রতাঃ
মিথ্যা জল্পনাকল্পনা-শতযুতা ভ্রান্তা জগদ্ভ্রামকাঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিদং চরাচরমিতি ব্রহ্মৈব দৃশ্যাখিলং
প্রাহুর্যত্তদসন্মনোরথ ইতি ব্যাখ্যাতমত্র স্ফুটম্ ।। ৮৪ ।।

বাদে বলবান্, কুর্তক-সমুদ্রে মগ্ন, কুমার্গে রত, শত শত মিথ্যা জল্পন-কল্পন-যুক্ত, স্বয়ং ভ্রান্ত এবং অপরের বঞ্চনাকারী এরূপ কেহ কেহ 'আমি ব্রহ্ম', 'এই অখিল দৃশ্য চরাচর ব্রহ্ম' অসৎমনোরথ হইয়া এরূপ বলিয়া থাকে। এই তত্ত্বটী এ স্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম ।। ৮৪ ।।

সকলমিদমহঞ্চ ব্রহ্মভূতং যদিস্যা-মহহ খলু তদা স্যাদাবয়োরৈক্যমেব।
তব ধন-সুত-দারা মামকীনাস্তদা স্যু-র্ম্মম চ তব ভবেয়ুর্নাবয়োরস্তি ভেদঃ ।। ৮৫ ।।

যদি এই সমস্ত এবং আমি ব্রহ্ম হইলাম, তখন তোমাতে আর আমাতে ঐক্যই হইল। সুতরাং এখন তোমাতে ধন, সুত, দারা আমার হউক এবং আমার ধন , সুত, দারা তোমার হউক যেহেতু আমদের উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই ।। ৮৫ ।।

বিধির্নিষেধশ্চ তদা কথং স্যা-দৈক্যং যতো নাস্তি চ বর্ণভেদঃ।
নির্ণীতমদ্বৈতমতং ত্বয়া চেদ্‌বৌদ্ধৈস্তদা কো বিহিতোঽপরাধঃ ? ।। ৮৬ ।।

হে মায়াবাদি, তুমি যেরূপ বিচার করিয়াছ, তাহাতে ঐক্যহেতু বর্ণভেদ রহিল না। তবে শাস্ত্রোক্তবিধি নিষেধ কিরূপে সম্ভব হয়? তুমি যদি অদ্বৈত-মতকে 'বৈদিক' বলিয়া নির্ণয় করিলে, বৌদ্ধেরা তাহা হইলে কি অপরাধ করিয়াছে? ।। ৮৬ ।।

ভুতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানা-জ্জীবাভিধানাদপি ভিন্ন আত্মা।
ইতীরিতোঽভেদরতে তৃতীয়-স্কন্ধে পুরস্তাৎ কপিলেন মাতুঃ ।। ৮৭ ।।

হে অভেদরত, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়-স্কন্ধে শ্রীমৎকপিলদেব মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়, অন্তকরণঃ, প্রধান ও জীব নামক তত্ত্ব হইতেও পরমাত্মা পৃথক্ তত্ত্ব; অন্তঃ-করণান্তর্গত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ।। ৮৭ ।।

যে ধ্যায়ন্তি গুরুপদিষ্টপদবীমালম্ব্য শূন্যালয়ে
শূন্যান্তঃকরণেন শূন্যমখিলং শূন্যঞ্চ তদ্দৈবতম্।
কিং বাচ্যং বহু তত্র শূন্যবিষয়ে নো বাক্যবৃত্তির্যত
স্তেষাং শূন্যধিয়াং ভবেৎ ফলমপি প্রায়েণ শূন্যং কিল ।। ৮৮ ।।

যাহারা স্বীয় মতের গুরুপদিষ্ট পদবী অবলম্বন পূর্ব্বক শূন্যালয়ে, শূন্যান্তঃকরণে, সমস্ত শূন্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ-শূন্য ধ্যান করিয়া থাকে, সেই শূন্য বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যেহেতু কোন ব্যক্তিবৃত্তি চলে না। সেই শূন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফল ও শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে ।। ৮৮ ।।

শূন্যবাদস্য নিন্দায়াং ভারতে ব্যাসভাষিতম্।
তেষাং তমঃশরীরাণাং তম এব পরায়ণম্ ।। ৮৯ ।।

মহাভারতে শূন্যবাদের নিন্দাস্থলে ব্যাস বলিয়াছেন, - সেই তমঃশরীর শূন্যবাদীদিগের তমঃই চরম ফল ।। ৮৯ ।।

কপিলেন যদুদ্দিষ্টং শূন্যরশ্মিপরং পুরম্।
তদেব ভারতে পশ্চাদ্ব্যাসেন সমুদাহৃতম্ ।। ৯০ ।।

শূন্যবাদিগণের সম্বন্ধে কপিলদেব যে শূন্যরশ্মিময় পুর বর্ণন করিয়াছেন, ব্যাসদেব সেই কথাটী পরে ভারতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ।। ৯০ ।।

নৈর্গুণ্যবাদো গুণসাগরেঽপি তেষামহো গড্ডরিকাপ্রবাহঃ।
সূত্রস্য ভাষ্যং পৃথগেব কৃত্বা প্রতারয়ন্তি স্বমতপ্রপন্নান্ ।। ৯১ ।।

অপ্রাকৃত গুণসাগর ভগবানে নৈর্গুণ্যবাদে অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের বিকারবাদ মায়াবাদীদিগের পক্ষে গড্ডারিকা-প্রবাহ অর্থাৎ যেমন একটী মেষ জলে পড়িলে অন্য মেষ হিতাহিত বিবেচনা-রহিত হইয়া জলে পড়ে, তদ্রূপ মায়াবাদিগণ ব্রহ্মসূত্রের স্বসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথক্ ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া স্বীয় মতের অনুগামীদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকেন।। ৯১ ।।

ঐশ্বর্য্যকর্ত্তৃত্বমুখাঃ সমগ্রানিত্যা গুণাস্তে পরমেশ্বরস্য।
ততো বিভুর্নির্গুণ এব কস্মাৎ নৈর্গুণ্যবাদস্তু বিবাদ এব ।। ৯২ ।।

ঐশ্বর্য্য-কর্ত্তৃত্বাদি বহুবিধ নিত্যগুণ পরমেশ্বরে আছে, তার বিভুকে কি জন্য নির্গুণ বলে। নৈর্গুণ্যবাদটী কেবল বৃথা বিবাদমাত্র ।। ৯২ ।।

জ্ঞানেচ্ছাকৃতিমানয়ং স ভগবান্ নির্ধর্ম্মকত্বং কুতো
বেদৈর্বা প্রতিপাদ্যতে কথমহো নির্ধর্ম্মকশ্চেত্তদা।
নৈর্গুণ্যং গুণসাগরে নিগদিতুং তূষ্ণীং কথং স্থীয়তে
স্বীয়ান্তঃকরণে বিচার্য্য ভবতা নির্ণীয়তাং যদ্ভবেৎ ।। ৯৩ ।।

ভগবান্ জ্ঞানবান্, ইচ্ছাময় ও কৃতিমান্। এস্থলে নির্ধর্ম্মকত্ব কিরূপে হয়? যদি তিনি নির্ধর্ম্মক হইতেন, বেদ তাঁহাকে কিরূপে প্রতিপাদন করিত? গুণসাগর ভগবানে নৈর্গুণ্য আরোপ করিবার মানসে কিরূপে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছ, নিজ অন্তঃকরণে বিচার করিয়া যাহা সত্য হয়, তাহা বিচার কর ।। ৯৩ ।।

প্রতীয়তে ক্বাপি ন বেদ লোকে নির্ধর্ম্মকং বস্তু খপুষ্পতুল্যম্।
প্রতীতিরাস্তে যদি তস্য বেদা- দ্বেদাঃ প্রমাণং খলু নো তদা স্যাৎ ।। ৯৪ ।।

আকাশকুসুম-তুল্য নির্ধর্ম্মক বস্তু বেদে বা লোকে কোথাও প্রতীতি হয় না। বেদসকল যদি সেরূপ বস্তু প্রতীতি করাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে বেদই প্রমাণ হইতে পারে না ।। ৯৪ ।।

প্রস্তরো যজমানো বৈ যথাত্র যজ্ঞসাধনম্।
ধর্ম্মবাধে তথাত্রাপি নির্ধর্ম্মস্তৎ প্রতীয়তে ।। ৯৫ ।।

যেরূপ প্রস্তররূপ যজমান হইলে যজ্ঞসাধন হয়(?) সেইরূপ ধর্ম্ম না থাকিলেও নির্ধর্ম্ম তাহার প্রতীতি করায়। প্রস্তরত্বরূপ ধর্ম্মের বাধ থাকিয়া 'প্রস্তরো যজমানঃ' শ্রুতিতে যেরূপ যজমানকে প্রস্তর বলা হইয়াছে, এখানেও সেরূপ ধর্ম্মের বাধহেতুক ব্রহ্মের নিধর্ম্মত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে ।। ৯৫ ।।

ন ধর্ম্মে ধর্ম্মভাবস্তু কুত্রাপি ভবতা কৃতম্।
বাধে কল্পিতধর্ম্মস্য বোধঃ সর্ব্বত্র জায়তে ।। ৯৬ ।।

আপনারা প্রকৃত ধর্ম্মকে কোন স্থলে ধর্ম্মভাব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। প্রকৃত ধর্ম্মাভাবে কল্পিত ধর্ম্মের বোধ আপনাদের গ্রন্থে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় ।। ৯৬ ।।

নির্ধর্ম্ম ব্রহ্মবোধে নো সত্যাদেরনুকূলতা।
স সত্যধর্ম্ম ইত্যাদৌ প্রতিকূলত্বমাগতম্ ।। ৯৭ ।।

নিধর্ম্ম-ব্রহ্মজ্ঞান স্বীকার করিলে শ্রুতি বোধিত 'সত্য' প্রভৃতি পদ দ্বারা তাহার কোন অনুকূলতা হয় না, 'সঃ সত্য ধর্ম্মঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে নিধর্ম্মব্রহ্মবোধের প্রতিকূলতাই উপস্থিত হয়।। ৯৭ ।।

কিঞ্চ কস্মিংশ্চ ধর্ম্মিত্বে সিদ্ধে সিধ্যতি কল্পনা।
শুক্তীরজতমিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং রজতং ভবেৎ ।। ৯৮ ।।

কল্পনা সিদ্ধ করিতে হইলে কোন পক্ষের ধর্ম্মিত্ব মানিতে হয়। শুক্তি, রজত ইত্যাদি উদাহরণে সত্যবস্তু রজতের সত্ত্বা স্বীকার পূর্ব্বক শুক্তিতে রজতভ্রমরূপ মিথ্যাবাদ উপস্থিত হয়।। ৯৮ ।।

আত্মাপাদানকং বিশ্বমবিদ্যাকল্পিতং ভবেৎ।
কেচিদ্বিবর্ত্তমিচ্ছন্তি তন্ন হৃদ্যতরং সমম্ ।। ৯৯ ।।

"যতো বা ইমানি। ভূতানি জায়ন্তে" এই শ্রুতিবাক্যে আত্মা এই বিশ্বের অপাদান-কারণ হইতেছেন। তোমার মধ্যে আত্মার অপাদান-কারকত্ব স্বীকার না থাকায় এই বিশ্ব অবিদ্যাকল্পিত হইতেছে। কেহ কেহ তাহাকে একটুকু উন্নত করিবার নিমিত্ত বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা করে। বস্তুতঃ অবিদ্যা-পরিণামবাদ হইতে ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ কোনমতেই হৃদ্যতর নয় অর্থাৎ পণ্ডিতদিগের ভাল লাগে না ।। ৯৯ ।।

মিথ্যাভূতমিদং বিশ্বমিতি বক্তুং ন শক্যতে।
নিত্যক্রীড়াপ্রবৃত্তস্য ক্রীড়াভাণ্ডং যতো হরেঃ ।। ১০০।।

নিত্যলীলাময় হরির ক্রীড়াভাণ্ডস্বরূপ এই বিশ্বকে অবিদ্যা-পরিণতি বা বিবর্ত্তজনিত মিথ্যা-ভাণ বলিয়া কিরূপে স্থাপন করিতে পার? ।। ১০০ ।।

ন স্বপ্নতুল্যো ভবতি প্রপঞ্চঃস্বপ্নস্তু নিদ্রা খলু ভূরিদোষঃ।
ভুক্তঞ্চ পীতং নহি তত্র তৃপ্ত্যৈ জাগ্রদ্দশায়াং কুরুতে চ তৃপ্তিম্ ।। ১০১ ।।

এই প্রপঞ্চ স্বপ্নতুল্য নয়। স্বপ্ন বা নিদ্রা ভূরিদোষ যুক্ত। স্বপ্নে অন্নাহার ও জল পান করিলে তৃপ্তি হয় না। জাগ্রদ্দশায় অন্ন-পানাদি তৃপ্তিকর হয় ।। ১০১ ।।

যদ্যেব মিথ্যা পরিদৃশ্যমান-মর্থক্রিয়াকারি তদা কথং স্যাৎ।
ঘটেন তোয়াহরণন্তু জাতং মিথ্যা ন তন্নশ্বরমেব নূনম্ ।। ১০২ ।।

যদি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা বল, তাহা হইলে ইহাতে অর্থ-সাধন-ক্রিয়া কিরূপে হইত? ঘটে জল আনয়ন করিলে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়। ঘটকে তুমি মিথ্যা বলিতে পার না, কেবল নশ্বর বলিতে পার। তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ অর্থসাধক হওয়ায় মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎ সত্য, কিন্তু নশ্বরমাত্র ।। ১০২ ।।

মিথ্যাভূতং যদিদমখিলং সর্ব্বমেতদ্বিরুদ্ধং
প্রায়শ্চিত্তপ্রভৃতি কথিতং ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরুদ্ধম্।

এতে চৌরাঃ কিমিতি ধরণীনায়কেনাপি দণ্ড্যা
মায়াবাদী স শপথবতো বক্তি বর্ণন্তু মিথ্যা ।। ১০৩ ।।

এই জগৎকে মিথ্যাভূত বলিলে সমস্তই বিরুদ্ধ হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তাদির যে ব্যবস্থা, সে সমস্তই বিরুদ্ধ হয়। রাজা চৌরগণকে সত্যই চুরি করিয়াছে বলিয়া দণ্ড দিতে পারেন না। যেহেতু শপথরত মায়াবাদী মিথ্যা বর্ণ বলিয়া সাক্ষ্য দেন ।। ১০৩ ।।

স্রগ্‌ভোগি-ভোগোপমমেব বক্তুং ত্বয়া প্রপঞ্চঃ খলু শক্যতে নো।
বিশেষদৃষ্ট্যা ননু নাত্র বাধঃ প্রবাহনিত্যং সততং বিভাতি ।। ১০৪ ।।

মালাতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যাবস্তুতে সত্য-জ্ঞানে ব্রহ্ম বিবর্ত্তে বস্তুভাণ - এইরূপ এই প্রাপঞ্চিক জগৎ বলিতে পার না। মালায় সর্পভাণ হইলে তাহা বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলে ভাণ তিরোহিত হয়। কিন্তু এই জগৎ নিত্যপ্রবাহরূপে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলেও এই প্রতীতি যায় না ।। ১০৪ ।।

অয়ং প্রপঞ্চঃ খলু সত্যভূতো মিথ্যা ন চ শ্রীপতিসংগ্রহেণ।
শুদ্ধত্বমেতস্য নিবেদনেন স্বর্ণং যথা রাজতি ধাতুজাতম্ ।। ১০৫ ।।

এই প্রাপঞ্চিক জগৎ কদাপি মিথ্যা নয়। ভগবৎসম্বন্ধে ইহা সত্যভূত। কেবল এইমাত্র বলিতে পার যে, মায়িক জগৎ শুদ্ধ চিন্ময়-তত্ত্বের ছায়ারূপ অশুদ্ধ ব্যাপার। ভগবৎ সম্বন্ধে ইহাকে সংগ্রহ করিলে এবং ইহার সমস্ত ব্যাপারকে ভগবানে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিলে ইহার শুদ্ধত্ব সম্পাদিত হয়। স্পর্শমনির স্পর্শদ্বারা অন্য সমস্ত ধাতু যেরূপ স্বর্ণ হয়, তদ্রূপ জানিবে ।। ১০৫ ।।

বৈরাগ্যভোগাবিতি ভক্তিমধ্যে স্থিতাবুদাসীনতয়া খলু দ্বৌ।
মহাপ্রসাদগ্রহণস্তু নিত্যং ভোগঃ কদাচিৎ খলু ভক্তিরেব ।। ১০৬ ।।

বৈরাগ্য ও ভোগ - দুই তত্ত্বই উদাসীনভাবে ভক্তিযোগতত্ত্বে অবস্থিত। জগতের যে যে বস্তুকে মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, তাহা ভোগমধ্যে পরিগণিত হয় না। কিন্তু ভক্তি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হয় ।। ১০৬ ।।

অত্যন্তাভিনিবেশেন ভোগী তু বিষয়ী ভবেৎ।
বিরাগস্তভাবেঽপি স্যাদেব পরমার্থতা ।। ১০৭ ।।

অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত বিষয়ভোগকে 'ভোগ' বলে। অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয় গ্রহণরূপ বিরাগকে পরমার্থতা বলে ।। ১০৭ ।।

সৎসঙ্গেন পূনঃ পূনর্ভগবতো লীলাকথাবর্ণনাৎ
শুদ্ধপ্রেমবিশুদ্ধভক্তিলহরী চেতঃসরস্যামভূৎ।
অদ্বৈতস্ত মতং বিহায় সহসা দ্বৈতে প্রবৃত্তা বয়ং
লক্ষ্মীকান্তপদারবিন্দযুগলং স্বৈরং ভজামো বয়ম্ ।। ১০৮ ।।

সৎসঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভগবল্লীলা-কথা-বর্ণনক্রমে আমাদের চিত্ত-জলাশয়ে শুদ্ধ প্রেম-বিশুদ্ধ ভক্তিলহরীর উদয় হয়। অদ্বৈতবাদ-মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা আমরা দ্বৈতমতে প্রবিষ্ট হই এবং ভগবান্ লক্ষ্মীকান্তের পদারবিন্দযুগল স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ভজন করি ।। ১০৮ ।।

অস্তি লোকবিষয়ে ব্যবহারো রাজকীয়পুরুষঃ খলু রাজা।
ব্রহ্মজীববিষয়েঽপি তথৈব শ্রূয়তে হি বিবিধাগমমার্গে ।। ১০৯ ।।

লৌকিক বিষয়ে রাজকীয় পুরুষকে 'রাজা' বলিয়া ব্যবহার আছে। তদ্রূপ বিবিধাগমমার্গে ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় জীব কখনও ব্রহ্মরূপে শ্রুত হইয়া থাকে ।। ১০৯ ।।

যস্মিন্নুৎপত্তিমায়াৎ ত্রিভুবনসহিতং চন্দ্রসূর্য্যাদি সর্ব্বং
যস্মিন্নাশান্তমাস্তে ব্রজতি চ বিলয়ং স্ব-স্ব-কালেন যস্মিন্।
বেদৈর্ব্রহ্মাপি বক্তুং প্রভবতি ন কদা যং গুণাতীতমীশং
সোঽহং বাক্যস্তু কস্মাদুপদিশসি গুরো মন্দভাগ্যায় মহ্যম্ ।। ১১০ ।।

হে মায়াবাদাচার্য্য, যাঁহা হইতে চন্দ্র-সূর্য্যাদি সমস্ত ত্রিভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে প্রলয়ান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে ঐ সকল লয়প্রাপ্ত হয়, আবার যে মায়াগুণাতীত ঈশ্বরকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদ দ্বারাও বর্ণন করিতে সক্ষম হন না, সেই পরমানন্দবস্তুর সহিত 'আমি এক' - এই কথা আমাকে নিতান্ত মন্দভাগ্য দেখিয়া উ[illegible]দেশ করিতেছেন ।। ১১০ ।।

সূক্ষ্মস্থূলসমস্তজন্তুসহিতং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিকং
পক্কোডুম্বুরমধ্যলভ্যমশকশ্রেণীর যস্মিন্নভূৎ।

যস্মিন্না প্রলয়ঞ্চ তিষ্ঠতি নহি প্রাপ্নোতি যস্মিন্নহো
সোহহং বাক্যমিদং মদীয়বদনা-দায়াতি কস্মাদ্‌গুরো? ।। ১১১ ।।

যে পরমেশ্বরে সূক্ষ্ম, স্থূল সমস্ত জন্তুগণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডসকল পক্কডম্বুরমধ্যগত মশক-শ্রেণীর ন্যায় প্রলয়কালে ছিল এবং স্থিতিকালে প্রলয় পর্য্যন্ত যাঁহাতে অবস্থিতি করিয়াও যাঁহাকে পায় না, হায়! হায়! 'সেই পরমেশ্বর - আমি'- এই বাক্য আমার মুখ হইতে হে মায়াবাদাচার্য্য কিরূপে নিঃসৃত হইতে পারে? ।। ১১১ ।।

যস্য শ্রীপরমেশ্বরস্য কৃপয়া মূকোঽপি বাচালতা
পঙ্গুঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনেঽখিলমহোসামর্থ্যমেতি ক্ষণাৎ।
জন্মান্ধোঽপ্যরবিন্দসুন্দদৃশোদ্বন্দ্বং কিমন্যৎ পরং
বন্দে নন্দকিশোরমিন্দুবদনং তং ভক্তচিন্তামণিম্ ।। ১১২ ।।

যে পরমেশ্বরের কৃপায় বোবাও নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় বাচাল হইতে পারে এবং পঙ্গু পর্ব্বত-লঙ্ঘনে সদ্য ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, জন্মান্ধ ব্যক্তিও সুন্দর পদ্মলোচনদ্বয় লাভ করিতে পারে, অন্য কথা কি বলিব, সেই ভক্তদিগের চিন্তামণি চন্দ্রবদন পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ।। ১১২ ।।

কালঃ প্রশস্তোঽনন্তো বা বিষ্ণুভক্তিফলং মহৎ।
মদ্‌গুণগ্রাহকঃ কশ্চিৎ কদাচিদ্ভবিতা ভুবি ।। ১১৩ ।।

কাল প্রশস্ত বা অনন্ত এবং বিষ্ণুভক্তিফল অত্যন্ত মহৎ। কালবশেই হউক বা বিষ্ণুভক্তির ফলেই হউক এই জগতে কখন কেহ মৎকৃত এই গ্রন্থের গুণগ্রাহক হইবে ।। ১১৩ ।।

শ্রীনারায়ণভট্টবর্য্যসবিধে তদ্ভক্তিভূষাভিধং
সাঙ্গোপাঙ্গমধীত্য ভক্তকৃপয়া জ্ঞানং রহস্যব্রজম্।
ভক্ত্যাধারতয়া যথামতিঃশতশ্লোকী নিবদ্ধা ময়া
জীবব্রহ্মবিভেদতত্ত্ববিষয়ে সদ্বাক্যমুক্তাবলী ।। ১১৪ ।।

শ্রীনারায়ণ ভট্টশ্রেষ্ঠের নিকটে 'নারায়ণ-ভক্তিভূষা' নামক গ্রন্থ ও সাঙ্গোপাঙ্গ-শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন পূর্ব্বক ভক্তকৃপাহেতু আমার বুদ্ধ্যনুসারে জ্ঞান ও রহস্যসমূহ ভক্তির আধাররূপে জীব ব্রহ্মভেদতত্ত্ববিষয়ে সাধুবাক্য-মুক্তাবলীনামা এই শতশ্লোকী রচনা করিলাম ।। ১১৪ ।।

বয়মিহ যদি দুষ্টং প্রোক্তবন্তঃ প্রমাদাৎ
তদখিলমপি বুদ্ধা শোধয়ন্তু প্রবীণাঃ।
স্খলতি খলু কদাচিদ্‌গচ্ছতো হন্তপাদঃ
ক্কচিদপি বদ বক্তা বক্তি মোহাদ্বিরুদ্ধম্ ।। ১১৫ ।।

আমি যদি প্রমাদক্রমে এই গ্রন্থে কোন দুষ্টকথা বলিয়া থাকি, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া প্রবীণ ব্যক্তিগণ শোধন করুন্। কেন না, চলিষ্ণু ব্যক্তির পদ কখন কখন স্খলিত হয় এবং বক্তা মোহহেতু অনেক সময় বিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকেন ।। ১১৫ ।।

গুণিগণগুম্ফিতকাব্যে মৃগয়তি খলো দোষং ন জাতু গুণং
মণিময়মন্দিরমধ্যে পশ্যতি পিপীলিতা ছিদ্রম্ ।। ১১৬ ।।

প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহমধ্যে যেরূপ পিপীলিকা ছিদ্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তদ্রূপগুণিগণ-বিরচিত কাব্যে খলপুরুষ কেবল দোষই অন্বেষণ করিয়া থাকে, গুণ অন্বেষণ করে না ।। ১১৬ ।।

যে মৎসরা হতধিয়ঃ খলু তে চ দোষং
পশ্যন্তু নাগমনয়ন্তু গুণং গুণজ্ঞাঃ।
আলোকয়ন্তি কিল যে চ গুণং ন দোষং
তে সাধবঃ পরমমী পরিতোষয়ন্তু ।। ১১৭ ।।

যাঁহারা মৎসরতাক্রমে হতবুদ্ধি, তাঁহারা অবশ্য দোষ দেখিয়া থাকেন এবং গুণজ্ঞসকল গুণই গণনা করেন। যাঁহারা দোষ না দেখিয়া কেবল গুণ আলোচনা করেন, পরম সাধু তাঁহারা ইহাতে পরিতোষ লাভ করুন ।। ১১৭ ।।

পূর্ণানন্দকবেঃ কৃতির্ভগবতো জীবস্য ভেদাশ্রিতা
তত্ত্বাতত্ত্ববিবেকবাক্যসুভগা শ্রীবিষ্ণুভক্তির্ম্মতা।
সাধ্বী মুগ্ধপদপ্রবন্ধমধুরা তৎ পঠ্যতাং শ্রূয়তাং
ভো ভো ভাগবতোত্তমা মনসি চেদ ভক্তির্ভবেদ্বাঞ্ছিতা ।। ১১৮ ।।

হে ভাগবতোত্তমগণ, যদি এই জগতে শুদ্ধভক্তি বাঞ্ছিত হয়, তাহা হইলে গৌড়পূর্ণানন্দ-কবিকৃত ভগবান্ ও জীবের ভেদাশ্রিত তত্ত্বাতত্ত্ববিবেকবাক্যমণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুভক্তিসম্মত, নির্ম্মল মুগ্ধপদমধুর প্রবন্ধ পাঠ করুন ও শ্রবণ করুন ।। ১১৮ ।।

নানালঙ্কারযুক্তা মৃদুমধুরপদ-ন্যাসসম্বর্দ্ধিতশ্রীঃ
পীযূষপ্রখ্যবাক্যপ্রকরসুললিতা চারুসর্ব্বোজ্জ্বলাঙ্গী।
বজ্ঞানন্দৈকভূমির্গুণগণশুভগা দোষলেশেন হীন
ভক্তানাং কণ্ঠদেশে নিবসতু সততং তত্ত্বমুক্তাবলীয়ম্ ।। ১১৯ ।।

ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্যবিরচিতা তত্ত্বমুক্তাবলী সম্পূর্ণা।

নানালঙ্কারযুক্ত মৃদুমধুর পদবিন্যাস দ্বারা সম্বর্দ্ধিত সৌন্দর্য্য, অমৃত-সদৃশ বাক্যসমূহ দ্বারা সুললিত চারুসর্ব্বাঙ্গযুক্ত, বিজ্ঞদিগের আনন্দের একমাত্র ভূমি, সর্ব্বগুণ দ্বারা সুন্দর, দোষমাত্রবিহীন এই তত্ত্বমুক্তাবলী সর্ব্বদা ভক্তগণের কণ্ঠদেশে বাস করুন ।। ১১৯ ।।

ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্যবিরচিতা তত্ত্বমুক্তাবলী বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণা।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ সমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ,শ্রীমায়াপুর,নদীয়া, ফোন ঃ-(০৩৪৭২) ৪৫২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৭০-বি-রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬, ফোন ঃ-(০৩৩) ৪৬৬২২৬০

গ্রন্থের নাম		মূল্য	গ্রন্থের নাম	মূল্য
শ্রীমদ্ভাগবতম্	২য় স্কন্ধ	৫০.০০	গীতাবলী	৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৩য় স্কন্ধ	১২০.০০	শরণাগতি	৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৪র্থ স্কন্ধ	১৩০.০০	গীতমালা	৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৫ম স্কন্ধ	১৩০.০০	কল্যাণকল্পতরু	৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৬ষ্ঠ স্কন্ধ	১৩০.০০	শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-খণ্ড	১৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৭ম স্কন্ধ	৪৫.০০	অমৃতের সন্ধানে	৬০.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৮ম স্কন্ধ	৫৫.০০	শ্রীলপ্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর	৩০.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৯ম স্কন্ধ	৮০.০০	জৈবধর্ম	৫০.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	১১দশ স্কন্ধ	১৩০.০০	অর্চনপদ্ধতি	২০.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	১২দশ স্কন্ধ	৪৫.০০	শ্রীচৈতন্যলীলামৃত	২০.০০
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত		২৫০.০০	উপদেশামৃত (টিকা ও অনুবাদ সহ)	১০.০০
শ্রীচৈতন্য ভাগবত		৩০০.০০	শ্রীশিক্ষাষ্টক (টিকা ও অনুবাদ সহ)	১০.০০
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী		১৫০.০০	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (যন্ত্রস্থ)	
শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃতম্	১ম	৬০.০০	শ্রীগৌড়ীয় কণ্ঠহার	৪০.০০
শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃতম্	২য়	১২০.০০	শ্রীচৈতন্যদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ	২৫-৪৫.০০
শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্		৩০.০০	শ্রীনারদ ভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্র	৩০.০০
শ্রীমদ্ভগবদগীতা		৮০.০০	গুরুপ্রেষ্ঠের অনুসন্ধানে	৩০.০০
শ্রীভজনরহস্য		১৫.০০	প্রেমবিবর্ত	১০.০০
শ্রীহরিনামচিন্তামণি		২০.০০	শ্রীগৌরকিশোর লীলামৃত লহরী	১০.০০
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত ১,২		১২.০০	শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা	৩০.০০
শ্রীকেদারনাথ দত্ত		৩০.০০	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৩০.০০
তত্ত্ববিবেক, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়সূত্র		৪০.০০	হায় কৃষ্ণ! বেদে কি তোমার স্থান নাই?	৪০.০০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, শ্রীনবদ্বীপশতকম্		১৫.০০	গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক	৪০.০০
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্		১০.০০	প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম-২য়-৩য়	১০.০০
শ্রীব্রহ্মসংহিতা		১৫.০০	গৌড়ীয় বার্ষিক ভিক্ষা	৫০.০০
সাধক কণ্ঠ মালা		১০.০০	গীতি গ্রন্থাবলী	৪০.০০